কবিভূষণ ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু

প্রণীত পুস্তকাবলী—

১।	রামায়ণের ছবি ও কথা	॥০
২।	সরল কৃত্তিবাস রামায়ণ	২৲
৩।	ছোট ছোট গল্প	১।০
৪।	ছবি ও কবিতা ১ম ভাগ	॥০
৫।	ঐ ২য় ভাগ	॥০
৬।	পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য	৩৲
৭।	শিবাজী মহাকাব্য	৩৲
৮।	মানব গীতা	১।০

দিয়ে গেল দোল

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অভিনয় :

কালিকা থিয়েটার

মহালয়া, ১৩৫২

প্রকাশক—
শ্রীননী গোপাল দে
ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কম্পানি
২১৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শশী প্রেস,—১৬নং মার্কাস লেন হইতে
শ্রীসুধীর কুমার গুহ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ

বন্ধুবরেষু—

ভাই প্রভাত,

তুমি যে কতবড় 'হারুণ-অল্-রসিদ
আমি তা' জানি বলেই এ নাটক
তোমাকেই উৎসর্গ করলাম। ইতি—

ধীরেন্দ্রনাথ

নাটকের সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছে—

মহিমের ড্রয়িং-রুমে।

অভিনয়ে যতটা সময় লাগে, ঘটেছে—

সেই সময়ের ভিতর।

মহিমের 'হারুণ-অল্‌-রসিদ' সাজবার ফলে—

এ-নাটকের উৎপত্তি।

তা'র হারাণো রুমাল পনের নম্বর নিয়ে—

এর প্রবাহ এবং গতি।

দুই-যোড়া ক্রিমিনাল বিবাহে—

এর সমাপ্তি।

ভূমিকা

এ নাটকের ভূমিকা করবার কোন আবশ্যকই হ'তো না, যদি না হ'তো এটা হাসির নাটক। হাসি জিনিসটা এমনই অস্বাভাবিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,—হ'য়ে পড়েছে এতই অচেনা, যে আজকাল হাস্‌তে হ'লে তা'র কৈফিয়ৎ দিতে হয়। সকল দিক দিয়ে এত বাঁধাবাঁধি, কন্‌ট্রোল এবং নিষ্পেষণের ভিতরেও যে হাস্‌তে পারে বা হাসা'তে চায়, সে হয় পাগল, না হয় ভাঁড়।

যা'রা অকারণে হাসে, তাদের বলে পাগল; যা'রা অকারণে হাসায় তা'দের বলে ভাঁড়। কিন্তু, আমার হাসা বা হাসানো কোনটাই নিছক অকারণে নয়। কিছুদিন যাবত বাংলার রঙ্গমঞ্চে নরনারী-সমস্যার চিরন্তন ত্রিভুজ দেখে' দেখে' এবং শ্রমিক-সমস্যার বাঁধাবুলি শুনে চোখের জল ফেলে ফেলে সত্যই সমস্যায় পড়েছিলাম যে হাস্‌তে আমরা ভুলে গিয়েছি কিনা! তাই এই হাসবার এবং হাসাবার প্রচেষ্টা।

যা'দের 'মরাল-ম্যানিয়া' আছে, তা'রা হয়তো এ নাটক দেখে' হতাশ হবেন; কারণ, হলপ করে' বল্‌তে পারি,—এতে কোন 'মরাল' নেই। অনেকের তা'তে খুব অসুবিধা হ'বে জানি,—কিন্তু সুবিধাও নেহাৎ কম হবে না। যে-সব স্বয়ং-সিদ্ধ মোড়ল শিক্ষা ও সংস্কারে না হোক্, শুধু বর্মা চুরুট এবং তালতলার চটির ইউনিফর্মের জোরে হঠাৎ প্রবীন এবং সমালোচক সেজে বসেছেন, 'মরাল' খুঁজে না পেয়ে তাঁরা সুযোগ পাবেন তাঁদের প্রকাণ্ড নীতিজ্ঞানের পরিচয় দিতে এবং সেই অজুহাতে নাট্যকারকে গালাগাল দিয়ে বিজ্ঞ সাজ্‌তে।

যা'দের সৃষ্টি কর্‌বার ক্ষমতা আছে এবং পুঁজি আছে, তা'রা হয় লেখক; যা'দের তা' নেই, অথচ সখ আছে, তা'রা সাজে সমালোচক। আর, সব চেয়ে বড় সমালোচক সে-ই, যে যুক্তি-বিচারের ধার না ধেরেই দিতে পারে বে-পরোয়া গালাগাল।

সেদিন আর্ট-এক্‌জিবিসনে একখানি ছবি দেখ্‌ছিলাম। কোন মহিলার আঁকা চমৎকার একখানি ল্যাণ্ডস্কেপ। সমালোচকের ইউনিফর্ম-পরা একজন পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিখানা দেখ্‌ছিলেন। হঠাৎ তিনি শিল্পীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"আচ্ছা, আপনার এ-ছবির 'মরাল' কি বলুন তো?" মহিলাটি মৃদু হেসে বল্‌লেন—"দেখ্‌ছেন না, নদীর পাড়ের ওই নারকেল গাছটার শুক্‌নো পাতা ঝরে' পড়েছে। ওই পাতার শীষ দিয়ে তৈরী হয় সম্মার্জ্জনী। এ ছবির ওই 'মরাল'।"

আমি মহিলা নই, কাজেই আমার সাহস কম। তা' ছাড়া, এই সব সমালোচকদের সমালোচনা পড়ে' আমার মনে হয় না যে তাঁরা ফাউন্টেন বা কুইল পেন ব্যবহার করেন। তাই, এ নাটকের 'মরাল' আমি বাত্‌লে দিতে পার্‌ব না। আমি শুধু সসম্মানে এবং সবিনয়ে তা'দের বল্‌তে চাই—

তোমার দুখের হাসি ফোটায় সবার মুখে হাসি,
তোমার চোখের জল,—সে কেবল একেলা তোমার।
কান্না!—সে তো ঢের কেঁদেছ, সবার সাথে আসি'—
ভাগ করে' নাও, ভোগ করে' নাও আনন্দ এবার।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—চরিত্র—

মহিম

দুলাল

সুলাল

অনিল

নটবর

জগবন্ধু

মাসী

পারুল

বিজলি

মীনা

সারদা

ক্লাবের সভ্যাগণ

প্রথম অভিনয় রজনীর

পাত্র-পাত্রী

মহিম	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
অনিল	জ্যোতির্ম্ময় কুমার
দুলাল	রঞ্জিৎ রায়
নটবর	বেচু সিংহ
জগা	কুমার মিত্র
সুলাল	তপন কুমার চৌধুরী
মীনা	মলিনা দেবী
মাসী	বেলা দেবী
পারুল	বন্দনা দেবী
বিজলি	রমা চৌধুরী
সারদা	উমা মুখার্জ্জি
সভ্যাগণ	কঙ্কাবতী, বীণা ঘোষ, তারা ভাদুড়ি, ইরা দেবী, পারুল রায় সোণা, শোভা, কমলা, গীতা, বিমলা, আরতি প্রতিমা ও সুনীতি।

—অন্তরালে—

প্রযোজনা	শ্রীকালিদাস
শিক্ষা	" নরেশ চন্দ্র মিত্র
ব্যবস্থাপনা	" জলু বড়াল (এন্, টি)
সংযোজনা	" প্রভাত সিংহ
সুর ও আবহ রচনা	" রঞ্জিৎ রায়
দৃশ্য পরিকল্পনা	মণীন্দ্রনাথ দাস (নান্টু বাবু)
তত্ত্বাবধান	প্রফুল্ল চৌধুরী
শব্দ ও আলোক	" শচীন ভৌমিক, মদন দাস
রূপসজ্জা	" তারাপদ দাস, কালিপদ দাস, আসগর আলি
আহার্য্য-সংগ্রহ	" অমলা নন্দী, গোপাল দাস
মঞ্চমালা	" কার্ত্তিক, কালী সোম, ছোটেলাল
আবহ সঙ্গীত	কুমার মিত্র, বীরেন বসু, হরিপদ দাস, সন্তোষ দাস, কমল শেঠ, চণ্ডী মুখোপাধ্যায়, ঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক, যোগীন্দ্র রায়, কার্ত্তিক বসাক, গোপাল দাস, জিতেন সেন গুপ্ত।

ফিরে গেল দোল

প্রথম অঙ্ক

কলিকাতায় মহিম সেনের বাড়ীর ড্রয়িংরুম। আধুনিক ধরণে সজ্জিত। সোফা, কৌচ, অর্গান, টি-টেবল ইত্যাদি।

সকালে বেলা সাড়ে দশটা। 'সানডে ক্লাবের' মেয়েরা রিহার্সাল দিচ্ছে,—দুলাল তাদের পরিচালক। সোফা-কৌচ-গুলি দেওয়ালের দিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। মেয়েদের নৃত্যগীত চল্‌ছে—

চাঁদের দেশের মেয়ে,—
নীল গগনের সাগরে যায় সোনার তরী বেয়ে!
তার মেঘের মতন চুলের পরে
জোছ্‌না এসে পিছ্‌লে পড়ে,—
চোখের আলোর ঝল্‌কানি রয় সারা ভুবন ছেয়ে!
নদীর বুকে মাতন লাগায় জোয়ার আসি,—
শালুক-ফুলের সাম্‌লানো দায় চটুল হাসি!
চকোর কিসের বিফল আশে
কেঁদেই মরে দূর আকাশে,—
সে তো দেয়না ধরা, পাগল করে কেবল নীরব চেয়ে!

দুলাল—কই, হাঁ করে চেয়ে রয়েছ যে! গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটিং ধরতে হবে। নইলে এফেক্ট মাটী হয়ে যায়।

—অন্তরালে—

প্রযোজনা	শ্রীকালিদাস
শিক্ষা	,, নরেশ চন্দ্র মিত্র
ব্যবস্থাপনা	, জলু বড়াল (এন্, টি)
সংযোজনা	,, প্রভাত সিংহ
সুর ও আবহ রচনা	,, রঞ্জিৎ রায়
দৃশ্য পরিকল্পনা	মণীন্দ্রনাথ দাস (নান্টু বাবু)
তত্ত্বাবধান	. প্রফুল্ল চৌধুরী
শব্দ ও আলোক	,, শচীন ভৌমিক, মদন দাস
রূপসজ্জা	,, তারাপদ দাস, কালিপদ দাস, আসগর আলি
আহার্য্য-সংগ্রহ	,, অমলা নন্দী, গোপাল দাস
মঞ্চমালা	,, কার্ত্তিক, কালী সোম, ছোটেলাল
আবহ সঙ্গীত	কুমার মিত্র, বীরেন বসু, হরিপদ দাস, সন্তোষ দাস, কমল শেঠ, চণ্ডী মুখোপাধ্যায়, ঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক, যোগীন্দ্র রায়, কার্ত্তিক বসাক, গোপাল দাস, জিতেন সেন গুপ্ত।

ফিরে গেল দোল

প্রথম অঙ্ক

কলিকাতায় মহিম সেনের বাড়ীর ড্রয়িংরুম। আধুনিক ধরণে সজ্জিত। সোফা, কৌচ, আর্গান, টি-টেবল ইত্যাদি।

সকালে বেলা সাড়ে দশটা। 'সানডে ক্লাবের' মেয়েরা রিহার্সাল দিচ্ছে,—দুলাল তাদের পরিচালক। সোফা-কৌচ-গুলি দেওয়ালের দিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। মেয়েদের নৃত্যগীত চল্‌ছে—

চাঁদের দেশের মেয়ে,—
নীল গগনের সাগরে যায় সোনার তরী বেয়ে!
তার মেঘের মতন চুলের পরে
জোছ্‌না এসে পিছ্‌লে পড়ে,—
চোখের আলোর ঝল্‌কানি রয় সারা ভুবন ছেয়ে!
নদীর বুকে মাতন লাগায় জোয়ার আসি,—
শালুক-ফুলের সাম্‌লানো দায় চটুল হাসি!
চকোর কিসের বিফল আশে
কেঁদেই মরে দূর আকাশে,—
সে তো দেয়না ধরা, পাগল করে কেবল নীরব চেয়ে!

দুলাল—কই, হাঁ করে চেয়ে রয়েছ যে! গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটিং ধরতে হবে। নইলে এফেক্‌ট মাটী হয়ে যায়।

কমলা—প্রাণেশ্বরি, হাসিমুখে দেহ লো বিদায় !

দুলাল—দুত্তোর। কিছু হল না। এ তো প্রাণেশ্বরীকে বলা নয়,—নাকি সুরে যেন প্রাণেশ্বরকে বল্‌ছে।

বীণা—তুমি দেখিয়ে দাও দুলাল-দা, ব্যাটাছেলের পার্ট আমাদের দিয়ে হবে কেন ?

দুলাল—হবে না কেন ? বল—

কমলা— (যাত্রার সুরে) প্রাণেশ্বরি, হাসিমুখে দেহ লো বিদায় !

দুলাল—দাঁড়াও, দাঁড়াও—(কমলার মুখে হাত বুলাইতে লাগিল)

মীরা—ও কি, দুলাল-দা !

দুলাল—দেখছি, গোঁফদাড়ি কামিয়েছে কিনা ! (সকলে হাসিল)

কমলা—(চটিয়া) যাও, আমি পার্ট বলতে পার্‌ব না।

দুলাল—আবার রাগ ! কি রকম বল্‌লে 'প্রাণেশ্বরী' ! যেন 'আকুলি অপেরার' গোঁফকামানো সখী !

কমলা—মেয়েছেলেকে দিয়ে কখনও ব্যাটাছেলের পার্ট হয় ?

দুলাল—কেন হবে না ! আলবৎ হবে। সেইটাই তো হবে আমাদের performance-এর বিশেষত্ব !

বীণা —কিন্তু ভাব আস্‌বে কেন ?

দুলাল—ভাবের বাবা আস্‌বে ! ব্যাটাছেলে যদি মেয়েছেলের পার্ট কর্‌তে পারে, মেয়ে ছেলে কেন পারবে না ব্যাটাছেলের পার্ট কর্‌তে ?—simple rule of three !

কমলা—আমি পার্‌ব না,—সে যত simpleই হোক্ তোমার rule of three !

দুলাল—কেন পারবে না ? আমি করেছি কি করে ? ছেলেবেলায়

কত মেয়েছেলের পার্ট করেছি ! দেবলাদেবী, অহল্যাবাঈ, এমন কি উদিপুরী পর্য্যন্ত !

বীণা—করেছ নাকি ! একটু দেখাও না দুলাল-দা, কি করে' করতে !

দুলাল—দেখাব, আর একদিন। (হাতঘড়ি দেখিয়া) আজ আর সময় নেই। এখনি আমাকে বেরোতে হবে। রিহার্সাল দেবে তো দাও,—নইলে চল্লাম।

বীণা—কমলা তো পারছে না, ওকে একটু দেখিয়ে দাও !

দুলাল—কতবার কত রকম করে তো দেখালাম, তাতেও হল না !—আচ্ছা অরাও কয়েকটা ষ্টাইল দেখাচ্ছি,—যেটা তোমায় সুট্ করবে, বেছে নাও !

(সহসা তীব্রভাবে চীৎকার করিয়া)—প্রাণেশ্বরী !

কমলা—(চমকিয়া) ওরে বাবা !

দুলাল—চম্‌কে উঠ্‌লে যে ! এ হলো আদি অকৃত্রিম ষ্টাইল !

বীণা—কিন্তু ওভাবে রামতাড়া কষ্‌লে যে প্রাণেশ্বরীর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে, হাসিমুখে বিদায় সে দেবে কি করে ?

দুলাল—তবে, আর-একটা ষ্টাইল শোন। (চিবিয়ে-চিবিয়ে) 'প্রাণেশ্বরী, হাসিমুখে দেহ লো বিদায়' !

বীণা—(সেই ভাবে) আহা, বাছা আমার গুড়ও খাবে, তামাকও খাবে।

দুলাল—এ হ'ল আদিযুগের উন্নত-তর সংস্করণ !

বীণা—কিন্তু, ও বিশবছর আগেকার নূতন পঞ্জিকা,—আজকার তিথি-নক্ষত্রের সঙ্গে মেলে না !

দুলাল—ও, তোমরা আধুনিকের পক্ষপাতী। তারও নানা রকম ষ্টাইল আছে ! এই যেমন (কমলার দুইগালে হাত দিয়া মুখ তুলিয়া)

"প্রাণেশ্বরী ওগো প্রাণেশ্বরী—হাসিমুখে,—হাঁ, হাসিমুখে দেহ লো বিদায়!"

বীণা—এর পরেই প্রাণেশ্বরীর পায়ে ধর্‌বে বুঝি?

দুলাল—যাও তোমাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। মিষ্টি করে' বল্‌লেই বুঝি পায়ে ধরা হল! তবে আর একটা ষ্টাইল শোন—(ভাঙ্গা গলায় মুখ বিস্তৃত করিয়া) 'প্রাণেশ্বরি, হাসিমুখে দেহ লো বিদায়'— হ্যা, হ্যা—

মীরা—হাঁফ্‌ ধরেছে?

দুলাল—যাও, আমি জানিনা। তোমাদের খালি বকামো!

রাগিয়া বসিয়া পড়িল

মীরা—না, না, রাগ করো না। তা হলে আমাদের পারফরমেন্সই বন্ধ হয়ে যাবে যে!

দুলাল—তোমাদের দিয়ে কিছুছু হবে না!

রেবা—তা' হলে যাদের দিয়ে হয়, যোগাড় করে' নাও!

দুলাল—সেই চেষ্টায় আছি!

বীণা—আছ নাকি?

বিমলা—ও, তাই আমাদের আর পছন্দ হয় না?

কমলা—কা'কে যোগাড় করবার চেষ্টায় আছ দুলাল-দা?

বীণা—কোন্ ভাগ্যবতীর কপাল পুড়লো,—থুড়ি, খুল্‌লো?

দুলাল—সে দেখ্‌তেই পাবে!

রেবা—বলোই না দুলাল-দা কা'কে যোগাড় কচ্ছ?

দুলাল—কা'কে আবার! মীনাকে।

বিমলা—মীনা?

দুলাল—নাম শোননি ? মীনা, মীনা।

বীণা—শুনেছি বই কি ! মীনা পেশোয়ারীর আর নাম শুনিনি !

কমলা—সেই মীনা পেশোয়ারী ?

দুলাল—তোমার মাথা ! পেশোয়ারী হতে যাবে কেন ? সে বাঙ্গালী, খাঁটি বাঙ্গালী। বোম্বাইয়ে কোন্ ফিল্ম কম্পানীতে ছিল। খুব নাম ! কিছুদিন হ'ল কলকাতায় এসেছে। তাকে যদি যোগাড় কর্‌তে পারি,—বাদুড় ঝুল্‌বে, বাদুড় ঝুল্‌বে !

বীণা—বাদুড় ঝোলে ঝুলুক, শকুন না উড়লেই হল !

মীরা—তা'কে তুমি যোগাড় করবে দুলাল-দা !

দুলাল—নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! যেমন তার চেহারা তেম্‌নি তার নাচ ! তা'র নামই হয়ে গেছে চুল্‌বুলি বাঈ !

রেবা—কি নাম ? চুল্‌বুলি বাঈ ?

বীণা—সে বুঝি খালি চুল্‌বুল্ চুল্‌বুল্ করে ?

দুলাল—ভারী jolly,-কি সুন্দর নাচে ! আর তেমনি তার চেহারা ! সাংঘাতিক !

বীণা—খুব সুন্দর ? আমাদের সকলের চেয়েও ?

দুলাল—আমি কি আর দেখেছি ! তবে শুনেছি—অপূর্ব্ব !

মীরা—(সুরে) এখনও তারে চোখে দেখেনি, শুধু বাঁশী শুনেছি—

বীণা—(সুরে) মন প্রাণ যা ছিল তা' দিয়ে ফেলেছি !

কমলা—তা'কে না দেখেই মন প্রাণ দিয়ে ফেলেছ দুলাল-দা ?

দুলাল—দিয়েছি তো !

বীণা—আকাশে উড়তে যেয়োনা দুলাল-দা, আছাড় খেয়ে হাত-পা ভেঙে 'দ' হয়ে থাক্‌বে। চাঁদ কাউকে কখনো ধরা দেয় ?

দুলাল—ধরা দেয় না ?

বীণা—উহুঁ, কেউ কখনও ধরেছে ?

দুলাল—কিন্তু আমি ধরব ! আমি তাকে বিয়ে করব !

মীরা—একেবারে বিয়ে !

দুলাল—Why not ! আমার চেহারা খারাপ ?

রেবা—কে বলে ?—একেবারে কন্দর্প !

দুলাল—সেজন্য কি আমার কম দর্প ?

বীণা—দর্প এবার ভাঙবে তোমার ।

দুলাল—কখ্‌খনও নয় । প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, আমি তাকে বিয়ে করব !

কমলা—করলে কি দুলাল-দা, একেবারে প্রতিজ্ঞা করে' ফেললে ?

দুলাল—তা'তে কি ?

কমলা—যদি না রাখ্‌তে পারো, তা'হলে ?

মীরা—প্রতিজ্ঞা করে' না রাখ্‌তে পারলে কালীঘাটের কুকুর হয় ।

দুলাল—তা'হলে কালীঘাটের কুকুর হব ।

রেবা—ঠিক ?

দুলাল—আলবৎ ।

কমলা—তা'হলে আমাদের উপায় ! আমরা যে তোমা বই আর জানিনা দুলাল-দা ।

মীরা—তুমি যদি নিদয় হও, আমরা আত্মহত্যা করব ।

দুলাল—এঁ্যা ! আত্মহত্যা ?

বীণা—সান্‌ডে ক্লাবের নাম বদলে সু-সাইড ক্লাব নাম রাখ্‌বো ।

দুলাল—বল কি গো !

বীণা—আমরা হারাকিরি করব ।

দুলাল—না, না, ওইটি করোনা। পেট কেটে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়্‌লে ভারী বিশ্রী দেখাবে। না, না, ধেৎ।

মীরা—যাক্, তা'হলে আমরা কেউ মরবই না।

দুলাল—সেই ভালো, সেই ভালো। তোমরাও বাঁচ, আমিও বাঁচি। ব্যস্, সময় হয়ে গেছে। এইবার বেরোব। চল্‌লাম। (উঠিল)

মীরা—কোথায় যাবে দুলাল-দা?

দুলাল—একটু বেড়াতে যাব।

সকলে—আমরাও যাব, দুলাল-দা।

দুলাল—তোমরাও যাবে—মানে? ও-গানটা রিহার্সাল দিতে হবে না?

বীণা—কোন্‌টা—ঝর্ ঝর্ ঝরে ঝরণা?

দুলাল—আজ্ঞে হাঁ। রিহার্সালটা দিয়ে নাও, আমি চট্ করে' কাপড়টা বদ্‌লে আস্‌ছি।— প্রস্থান

মেয়েরা নাচ-গান আরম্ভ করিল

ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরে ঝরণা,
ঝঙ্কার অন্তরে বাজে,—
যেন গুঞ্জন শত এস্‌রাজে!
চঞ্চল তৃণদল গানে গানে,
উন্মনা জ্যোৎস্না মানা না মানে!
চন্দনা চন্দ্রমনা, নাচে ঘন খঞ্জনা
স্বপন-মগন বন মাঝে।—
যেন গুঞ্জন শত এস্‌রাজে!

ঝির্ ঝির্ বায় ঝরে ঝুম্‌কোর ঝুম্‌কি,—
ঝল্‌মলে' চিক্‌মিক্ চাঁদ্‌নীর চুম্‌কি!—
মৌমাছি মৌ-বনে
যৌবন-জাল বোনে,
তুল্‌তুলে ফুলগালে চুম দিয়ে চুম নিয়ে
পরাগ-রঙিণ প্রিয় সাজে!

বীণা—ছাগল!

সকলে—ছাগল?

বীণা—ওই দেখ দাড়ি। দাড়ি থাক্‌লে নিশ্চয়ই পেছনে ছাগল আছে।

নটবরের প্রবেশ

নট—মহিমবাবু আছেন?

বীণা—আমাদের কারও নাম তো মহিমবাবু নয়।

নট—সে তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি। তোমরা সব মহিমাময়ী। তিনি কি বাড়ী আছেন?

বীণা—এটা তো বাড়ী নয়।

নট—তবে? মহিমবাবু একটা আশ্রম খুলেছেন তাতো জান্‌তাম না। তাই আজকাল আর তিনি চাঁদা দেন্ না। এটা কি আশ্রম?

মীরা—হাঁ, কণ্বমুনির আশ্রম। ওর নাম শকুন্তলা, এর নাম অনসূয়া আর আমি প্রিয়ম্বদা।

বীণা—মহর্ষি আশ্রমে নাই, আমরা আশ্রম-বালিকারা আশ্রম রক্ষা কর্‌ছি।

কমলা—হলা শউন্তলে, মহর্ষি দুর্ব্বাসা উপস্থিত, পাদ্য-অর্ঘ নিয়ে আয়।

নট—(স্ব) ভারী তুখোড় মেয়ে তো সব। এদের যদি আমার আশ্রমে

পাই, তা'হলে একবার চুটিয়ে ব্যবসা করে নি। (প্র) তোমাদের সব কুশল তো ?

মীরা—মহর্ষির আশীর্ব্বাদে সমস্তই কুশল।

বীণা—মহর্ষি আসন গ্রহণ করুন। (চেয়ার দেখাইয়া) এই মৃগচর্ম্ম বিছিয়ে দিয়েছি !

কমলা—ওরে, মৃগচর্ম্ম নয়, আঁচল বিছিয়ে দে—

বীণা—(সুরে) 'মোরা আঁচল বিছায়ে রাখি, পথ ধূলা দিব ঢাকি'—

নট—এ আশ্রমে তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছেনা তো ?

মীরা—কষ্ট ! কিছু-না ! মহর্ষি কণ্ব আমাদের যথেষ্ট স্নেহ করেন।

নট—দেখ, আমারও একটা আশ্রম আছে।

বীণা—সে তো থাকবেই। মহর্ষি দুর্ব্বাসার আশ্রমের কথা কে না জানে ?

নট—যদি তোমাদের এখানে কোন কষ্ট হয়, আমার আশ্রমে যেতে পারো,—পরম আদরে থাক্‌বে।

মীরা—কি রকম আদর শুনি ?

নট—দিনে পোলাও, রাত্রে গরম ফুল্‌কো লুচি—

বীণা—ও লুচিতে আমাদের রুচি নেই !

নট—দু'বেলা মাংস—

মীরা—আমরা আশ্রম-বালিকা, মৃগমাংস ছাড়া অন্য মাংস খাই না।

নট—সংস্কৃত মৃগ এখন আর মেলে না। এখন প্রাকৃত ভাষায় বলে— মোরগ। তাই পাবে। হা, হা, দুবেলা মুরগীর মাংস !

মীরা—মহর্ষি আশ্রমে নাই, এখন আমরা—

নট—আরে ছেড়ে দাও তোমাদের মহিম বাবুর কথা। আগুন থেকে

জল গলে না, সে আমার জান্‌তে বাকী নেই। এই ক'মাস ঘোরাঘুরি কচ্ছি,—একটি পয়সা দিয়েছে! এখানে থেকে কেন জীবনটা নষ্ট করবে! চল, চল আমার সঙ্গে!

বীণা—(চটিয়া) কোথায় যাব?

নট—আমার আশ্রমে। আরও কত মেয়ে সেখানে আছে। বেশ থাকবে।

মীরা—কোথায় আপনার আশ্রম?

নট—সে গেলেই দেখতে পাবে। এস চলে এস—

রেবা—(জনান্তিকে বীণাকে) ও ভাই লোকটা বদমায়েস, ডুলাল-দাকে ডাকি।

নট—দেরী করো না—কেউ এসে পড়বে, চলে এস—(হাত ধরিল)

বীণা—রেবা, খোল্ স্লিপার! (সকলে স্লিপার খুলিল)

নট—ওরে বাবা! এ আবার কি! বললাম, সুখে থাকবে।

কমলা—(চীৎকার করিয়া) ডুলাল-দা!

নট—মহিমের সেই গুণ্ডা-শালাটাকে ডাকে নাকি! না বাবা, যঃ পলায়তি স জীবতি—   দ্রুত প্রস্থান

বীণা—চল্ তাড়া করে'—মার স্লিপার—   সকলের প্রস্থান

জগা ও সারদার প্রবেশ

জগা—যাক্, এতক্ষণে ভেড়ার গোয়াল ভেঙ্গেছে। বাব্‌বা, বাড়ীতে কাণ পাত্‌বার জো নেই।

সারদা—হিংসে হয় বুঝি!

জগা—হিংসে করে আর করব কি! ও-সব পাকা পাকা বেল, ওতে

কাকের কি বল্! নে, ট্রেটা নামিয়ে রেখে হাতানাতি করে' নে তো, ঘরটা সাফ করে' ফেলি।

সারদা—ট্রে তো নামাতে বল্‌ছ, মাসী যে বলেছে ন'টার পরে কাউকে সকালের খাবার দেওয়া হবে না।

জগা—বলুকগে,—তাই ব'লে সাহেবের খাওয়া হবে না? 'যার ঘর তার ঘর নয়, নেপোয় মারে দই!'

সারদা—মাসীর চোট সামলাতে পারবে!

জগা—সে দেখা যাবে তখন। সাহেবের জন্য আমার দুঃখ হয়। আহা বেচারী! তোর এম্‌নি কোন মাসী নেই তো?

সরদা—থাকুক্ আর না থাকুক্, তাতে তোমার কি?

জগা—আমার কি! বিয়ের পর এমনি জ্বালাবে তো?

সারদা—বিয়ে আর তুমি করেছ! রেখে দাও।

জগা—রেখে দেব কি রকম! আর ক'টা মাস। হাতে কিছু টাকা জ'মিয়ে নিই, নইলে খাওয়াব কি?

সারদা—ক' মাস খেটে এতই রোজগার করবে, যে তাই দিয়ে সারাজীবন চল্‌বে?

জগা—দোকান করব! পান-বিড়ি, সিগারেট, ডাব।—আমি বসে' বিড়ি পাকাব, তুই বসে' ডাব কাটবি! বেশ চলে যাবে।

সারদা—সে কবে? আর কত দেরী তোমার টাকা জমাতে?

জগা—দূর পাগ্‌লি! দেরী আর সইছে না বুঝি?

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ালো, তাদের চোখে নেশা।

দুলালের প্রবেশ

দুলাল—ও সারদা, হচ্ছে কি?

সারদা—(সন্ত্রস্ত) কি আবার হচ্ছে!

সুলাল—দাঁড়াও, আমি বলে দেবো।

সরদা—কি বলে' দেবে? কি করেছি আমি?

সুলাল—দাঁড়াও না, টের পাবে মজাটা!

জগা—কি সুলালবাবু! কি করেছে সারদা?

সুলাল—কি করেছে? আমি সেই থেকে চাইছি, আমাকে দিচ্ছে না। আবার এখানে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়ারকি হচ্ছে!

জগা—ছি সুলালবাবু! ও-কথা বল্‌তে নেই!

সুলাল—বল্‌তে নেই—না! আমায় দিচ্ছে না কেন?

জগা—কি দিচ্ছে না! (সারদাকে) কি চাইছে ও, দে না! কি চায়, পাকা ইঁচড়?

সারদা—তাই বটে! মাম্‌লেট চাইছে!

জগা—মাম্‌লেট্ চাইছে? এরই মধ্যে! ভাগ!

সুলাল—ওমা, ওই দেখ না! জগা কি কচ্ছে!

মাসীর প্রবেশ

মাসী—কি রে সুলাল! কি হয়েছে!

সুলাল—সেই কখন থেকে চাইছি,—দিচ্ছেনা সারদা! আবার জগা বল্‌ছে—ভাগ্!

মাসী—কেন রে জগা। তোর তো বড় আস্পর্দ্ধা। ওকে বল্‌ছিস্ 'ভাগ'! আর তুই-বা দিচ্ছিস্ না কেন সারদা—ও কি চাইছে?

সারদা—ও মাম্‌লেট্ চাইছে মাসীমা! এই তো একটু আগে খেয়েছে, এরই মধ্যে—

মাসী—খেলেই বা! আর কি খেতে নেই?

সারদা—আপনি যে বলেছেন, খাওয়ার সময় ছাড়া—

মাসী—সে কি আর কারও জন্যে? সে বলেছি শুধু মহিমের জন্তে। এ-ও বুঝিয়ে দিতে হবে?

জগা—সত্যিই তো, এও আবার বুঝিয়ে দিতে হবে!

মাসী—অসময়ে খেলে তার সহ্য হয় না, অসুখ করে,—তাই। তাই বলে' ছেলেপিলেকে খেতে দিবি না! কি রে তুই! ওরা এখন লোহা খেয়ে লোহা হজম করে।

সুলাল—আমি লোহা খাবো না মা, মামলেট্ খাবো।

জগা—(সারদকে) যা, যা, মামলেট্ খাওয়া গিয়ে!

মাসী—ও ডিস্-প্লেট গুলো এখনও পড়ে আছে! তুলিস্ নি?

সারদা—সাহেবের যে এখনও খাওয়া হয়নি।

মাসী—নাই বা হ'ল। বলেছি না, খেতে হ'লে তাকে সময় মত আসতে হবে! অসময়ে খেয়ে একটা অসুখ বিসুখ করলে ভুগবে কে? কি জবাব দেব আমি পারুর কাছে? যা—তুলে নিয়ে যা।

সারদার ট্রে লইয়া প্রস্থান

মাসী—তোর হাতে ওটা কি বই রে সুলাল?

সুলাল—ওটা ইতিহাস!

মাসী—ইতিহাস অত বড়?

সুলাল—হবে না? কত দেশ-বিদেশের রাজা-রাজড়ার গল্প, সে কি ছোট হবে?

মাসী—অত বড় বই তুই পড়িস্?

সুলাল—পড়ব না? আমি বড়ো হয়েছি না! এখন আর ছোট বই পড়তে আমার ভালো লাগে না।

মাসী—দেখি বইটা! (বই লইয়া) এ যে আরব্য উপন্যাস! এরই মধ্যে নভেল পড়তে আরম্ভ করেছিস্!

জগা—পড়্‌বে না! মাম্‌লেট্‌ খেতে শিখেছে, আর নভেল পড়বে না?

মাসী—তার মানে? তুই তো ভারী ইয়ে হয়েছিস্ জগা! খাবার খোঁটা দিস্। বেরো!—ও কি কচ্ছিস্?

জগা—সাহেবের জামা সাফ করছি।

মাসী—দে, আমাকে দে! যা ওদিকে গিয়ে সাফ কর। জগার প্রস্থান
তুই নভেল পড়্‌ছিস্ সুলাল! নভেল এখন পড়তে নেই।

সুলাল—ও বুঝি নভেল! ও তো ইতিহাস!

মাসী—বোকা ছেলে! নাম দেখেছিস্ না,—আরব্য উপন্যাস! উপন্যাস মানে—নভেল!

সুলাল—তাই বুঝি! এতে সব রাজা-বাদশার কথা আছে, নভেলে বুঝি তাই থাকে?

মাসী—তবে কি থাকে?

সুলাল—আমি জানি না বুঝি! নভেল থাকে টিক্‌টিকিদের গল্প! সেই যে তুমি পড়ে থাক,—'শয়তানীর চক্রান্ত'!

মাসী—বোকা ছেলে! ডিটেক্‌টিভ গল্প হলেই বুঝি নভেল হয়? এ বই তুই পেলি কোথায়?

সুলাল—জামাইবাবুর ঘরে।

মাসী—এই সব বই যেখানে-সেখানে ফেলে রাখে মহিম! একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই!

সুলাল—কেন মা! এতে বেশ ভালো ভালো গল্প আছে। শাহাজাদীর গল্প,—হারুণ-অল্ রসিদের গল্প। আচ্ছা, বোগ্‌দাদ কোথায় মা?

মাসী—সে অনেক দূর।

দুলাল—কি করে' যায় সেখানে? ট্রেনে করে?

মাসী—হাঁ। কেন? তুই যাবি না কি?

দুলাল—যাবো মা, একবার শাহাজাদীকে দেখতে যাব!

মাসী—যা, মাম্‌লেট্‌ খাগে যা!

দুলাল—যাচ্ছি! দাও, বই দাও! আমি বোগ্‌দাদে গিয়ে মাম্‌লেট্‌ খাব!
টি-ঝিক্‌, ঝিক্‌, ঝিক্‌, ঝিক্‌— ট্রেন চলিবার ভঙ্গীতে প্রস্থান

মাসী—(কোটের পকেট হাত্‌ড়ে) কিছু নেই,—খালি! আগেই সব clear করে রেখেছে! আমাকে বোধ হয় সন্দেহ করে। এটা কি? সিগারেট কেস্‌।—খালি!

মহিমের প্রবেশ

মাসী—আমি তোমার পকেট দেখ্‌ছিলাম মহিম।

মহিম—সে তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

মাসী—যদি কিছু হারিয়ে ফেলে থাক। যে মন তোমার! ভালো কথা, একখানা চিঠি আছে তোমার।

মহিম—কে লিখেছে?

মাসী—তা আমি কি করে' জান্‌ব! Nonsense! কি ভাবো তুমি?

মহিম—সত্যিই তো, আপনি কি করে' জান্‌বেন? সত্যিই তো, কি ভাবি আমি?

মাসী—পোষ্টাফিসের সিল রয়েছে—বোম্বাই!

মহিম—আমার বোনের executor-এর হবে বোধ হয়। (চিঠি নিল)

মাসী—হাঁ, তোমার রুমালখানা পাওয়া যাচ্ছে না।

মহিম—রুমালের স্বভাবই এই, খালি হারিয়ে যায়!

মাসী—১৫নং রুমাল। কাল রাত্রে তুমি এই রুমাল নিয়ে বেরিয়েছিলে।

মহিম—বেরিয়েছিলাম না কি!

মাসী—ভালো লোকের হাতে পড়্‌ল পাওয়া যাবে। তোমার নাম ঠিকানা রুমালে লেখা আছে।

মহিম—গেল যা! রুমালে আবার নাম ঠিকানা লিখ্‌লে কোন্—

মাসী—আমি লিখেছি!

মহিম—বেশ করেছেন।

মাসী—পারু আমাকে এনেছে তার সংসার দেখ্‌তে। সব-দিকেই আমাকে নজর দিতে হচ্ছে!

মহিম—(স্বগত) বিশেষ করে' আমার উপর!

মাসী—তোমার সমস্ত জামা-কাপড়, এমন কি রুমালে পর্য্যন্ত আমি তোমার পুরো নাম-ঠিকানা তুলিয়ে রেখেছি।

মহিম—ঠিকানা পর্য্যন্ত! তার মানে?

মাসী—কোন accident হ'লে জল্‌দি সনাক্ত কর্‌তে সুবিধে হয়। তা' ছাড়া অন্য-সুবিধেও অনেক আছে!

মহিম—(স্বগত) এখন সনাক্তের চোটে accident না হয়!

মাসী—কই, পড়্‌লে না চিঠি!

মহিম—পড়্‌ছি। (চিঠি পড়িল) Dear Sir, I regret to inform you.…

মাসী—কি লিখেছে? সব ভালো তো?

মহিম—আমার ভাগ্নীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে পরশু। আজ ই-আই-আর বম্বে মেলে এখানে পৌঁছবে।

মাসী—হঠাৎ পাঠিয়ে দিলে?

মহিম—আমার বোনের উইলের দুজন executor। বম্বেতে দেশাই সাহেব মারা গিয়েছেন;—বাকী আমি। এখন আমাকেই তার ভার নিতে হবে। সমস্ত টাকাকড়ি ব্যাঙ্কের কল্‌কাতা ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার ক'রে দিয়েছে।

মাসী—শুনেছি, তোমার ভগ্নীপতি অনেক টাকা রেখে গেছেন। সমস্তরই মালিক তো ওই মেয়ে?

মহিম—নিশ্চয়ই!

মাসী—আমার দুলালের সঙ্গে ওকে মানাবে ভালো।

মহিম—আমি তা র গার্জ্জিয়ান! সে আমি বুঝ্‌ব।

মাসী—সে বুঝ্‌বে বই কি বাবা, তুমি কি আর বুঝ্‌বে না!

মহিম—কিছু খেতে পেলে হ'ত। সারদা খাবার আর কখন আন্‌বে?

মাসী—বেলা ১১টার সময় খাবার! আমরা তো খেয়েছি দু'ঘণ্টা আগে। Nonsense!

মহিম—তা'তে আর সন্দেহ কি! কিন্তু আমি তো খাইনি!

মাসী—এই সময় খাবারের বন্দোবস্ত কর্‌তে গেলে সমস্ত গৃহস্থালীই ওলট্‌-পালট্‌ হ'য়ে যাবে।

মহিম—থাক্‌গে, দরকার নেই খাবারের—

মাসী—অর্থাৎ, তোমার ক্ষিদে নেই। কত রাত্রে কাল বাড়ী ফিরেছ?

মহিম—বেশী রাত্তির হয় নি?

মাসী—কোথায় গিয়েছিলে?

মহিম—যাব আবার কোন্ চুলোয়—

মাসী—Nonsense! চটো কেন বাবা! আমার আর কি? পারু বলে গিয়েছিল তাই। সে এলেই আমার ছুটী!

মহিম—সে এলে কি আপনি চলে' যাবেন ?

মাসী—যদি সে ছাড়ে, তবেই—

মহিম—পারুল কবে আস্‌বে !

মাসী—এই মাত্র চিঠি পেয়েছি। কাল সে কাশী থেকে রওনা হয়েছে। আজ বিকেলে এসে পৌঁছোবে।

মহিম—তা' হলে আস্‌ছে সে। বাঁচা গেল !

মাসী—কেন ? তোমাকে কি আমি মেরে ফেল্‌ছিলাম নাকি ?

মহিম—আমি কি তাই বল্‌ছি !

মাসী—আমি কিন্তু বাপু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তোমার যাতে কোন কষ্ট না হয় !

মহিম—তাতে আর সন্দেহ কি ?

মাসী—কিন্তু হাজার হোক্, স্ত্রীর মাসী তো আর স্ত্রী নয় !

মহিম—না, এ ক্ষেত্রে তিনি বিধবা।

মাসী—Nonsense !

জগার প্রবেশ

জগা—একজন ভদ্দরলোক দেখা কর্‌তে চান—(কার্ড দিল)

মহিম—পাঠিয়ে দাও— জগার প্রস্থান

মাসী—ভদ্দর লোকটি কে ?

মহিম—আমার অনেক দিনের বন্ধু—অনিল। কতদিন দেখা-শোনা নেই। ছোক্‌রা ভারী সুন্দর ছবি আঁকে। বিয়ে-থা করে নাই—ছবি নিয়েই আছে।

মাসী—অবিবাহিত ? দেখি ছোক্‌রা কেমন !

মহিম—কিন্তু, আমার ভাগ্নী যে এখনই এসে পড়্‌বে। তা'র ব্যবস্থা—

মাসী—বুঝেছি। তুমি চাওনা যে তোমার বন্ধুর সঙ্গে আমি দেখা করি। হয়তো-বা অনেক-কিছু ফাঁস হ'য়ে যেতে পারে! আচ্ছা—Nonsense! প্রস্থান

অনিলের প্রবেশ

মহিম—এখন ঝণ্টু কেউ কখনও—আরে! এস অনিল!

অনিল—কেমন আছ ভাই মহিম! যেমনটি ছিলে, ঠিক তেমনটিই রয়েছ দেখ্‌ছি! বিয়ে করে' তোমার কিছুই বদ্‌লায়নি! Beautiful!

মহিম—বিয়ের খবর পেয়েছ তা'হলে?

অনিল—দুঃসংবাদ শিগ্‌গিরই ছড়িয়ে পড়ে। Ill news travel fast জানো বোধ হয় আমার এখনও বিয়ের ফুল ফোটেনি!

মহিম—তাই নাকি! কেন? বছর তিনেক আগে যে শুনেছিলাম, বম্বেতে কোন্‌ film-starকে বিয়ে করছ!

অনিল—রগ ঘেঁসে গেছে ভাই,—বিঁধ্‌তে পারেনি! Shooting star কিনা,—হঠাৎ উধাও হ'য়ে গেল। আমারও জাগ্‌ল সংসারে বিতৃষ্ণা। মনের দুঃখে বনে গেলাম—অর্থাৎ লাহোর আর্ট স্কুলে মাষ্টারি নিলাম। সবে কাল কলকাতায় ফিরেছি।

মহিম—যাক্‌। তোমাকে দেখে ভারী খুসী হ'লাম অনিল। আজকাল বড়-একটা কারও সঙ্গে আর দেখা হয় না।

অনিল—তাই নাকি! Are you so much married as that!

মহিম—ভাই অনিল, একটা বড় দুষ্কর্ম্ম করে' ফেলেছি,—যদিও ইচ্ছে করে' নয়!

অনিল—ব্যাপার কি!

মহিম—ভাই, বহু বিবাহ করে' ফেলেছি!

অনিল—একটাই সাম্‌লানো যায় না, আবার বহু! তুমি মহাপুরুষ!

মহিম—বিয়ে করে' শুধু বউকেই ঘরে আনি নি, সেই সঙ্গে ঘরে এনেছি আমার মাস্‌শ্বাশুড়ীকে! শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এনেছি তার দুই ছেলেকে!

অনিল—তারা সব এখানেই থাকে?

মহিম—রোজ-ই তারা যাচ্ছেন, কিন্তু নড়্‌বার কোন লক্ষণ নেই! যেতে দাও এ সব দুঃখের কথা! এখন তুমি কেমন আছ বল! ছবি-টবি আঁক্‌ছ?

অনিল—নিশ্চয়ই। একটা খুব বড় ছবিতে হাত দিয়েছি ভাই, কুড়িটা figure, তার ১৯টা হয়ে গেছে, একটা বাকী! তারই মডেল খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি!

মহিম—কি ছবি?

অনিল—শাহাজাদি! তারই খোঁজে কল্‌কাতায় আসা। পেয়েও ছিলাম, হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছি!

মহিম—শাহাজাদী!

অনিল—আরব্য-উপন্যাস পড়োনি?

মহিম—পড়িনি আবার! র'স র'স, আরব্য-উপন্যাসের একটা কাহিনী তোমাকে বলি শোন—

অনিল—আমার মডেলের কথা বল্‌ছিলাম তোমাকে—

মহিম—সে পরে শুন্‌ব! আগে আমার কথা শোন। কদিন হ'ল আমার স্ত্রী গেছেন কাশী! মাস্‌শ্বাশুড়ী দয়া করে' নজর রাখছেন আমার

উপর! তার নজর এড়াবার জন্যে, ঘরের দরজা বন্ধ করে' সেদিন আলমারি থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে পড়্‌তে বস্‌লাম! বইখানা হ'ল আরব্য-উপন্যাস! এক নিঃশ্বাসে পড়ে' ফেল্‌লাম!

মহিম—সব চেয়ে আমার কি ভালো লাগ্‌ল জানো? খালিফ হারুণ অল্‌-রসিদ যে ছদ্মবেশে তাঁর প্রজাদের ভিতর ঘুরে বেড়াতেন —তাদের দুঃখে-কষ্টে সাহায্য কর্‌তেন,—এই আইডিয়াটা আমার চমৎকার লাগ্‌ল!

অনিল—আমি উঠলাম ভাই, ওসব তত্ত্ববোধিনী হজম কর্‌তে পার্‌ব না

মহিম—না, না, বস, বস! আইডিয়াটা লাগল চমৎকার। কল্পনা বুলিয়ে দিলে তা'তে রঙের তুলি, মনে হ'তে লাগল আমি খালিফ— every inch a Chaliph! দারুণ উত্তেজনা এল মনে এবং সেই উত্তেজনা বশে কখন খালিফের ছদ্মবেশে সেজে ফেল্‌লাম!

অনিল—খালিফ সেজে ফেললে?

জগার প্রবেশ ও কাশি

কিরে জগা!

জগা—আজ্ঞে, একটা কথা আছে।

মহিম—বল্! (জগা মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল) বল্ না!

জগা—আজ্ঞে আর একখানা চিঠি আছে।

মহিম—তখন দিস্‌নি কেন?

জগা—মেয়েলি হাতের লেখা দেখে ভাব্‌লাম মাসীমার সাম্‌নে দিলে—

মহিম—Quite right! বারে জগা, তোর এত বুদ্ধি! আচ্ছা যা। হাতের লেখা তো চেনা লাগছে না!

চিঠি খুলিয়া পড়িয়া চেয়ারে ঢলিয়া পড়িল

অনিল—ব্যাপার কি মহিম! কোন দুঃসংবাদ নাকি! তোমার যে মূর্চ্ছা হওয়ার উপক্রম! ব্যাপার কি?

মহিম নীরবে চিঠি খানা তাহার-হাতে দিল, অনিল পড়িল।

Dearest Papa! কালরাত্রে আপনার দয়ার কথা আমি কখনই ভুল্‌ব না! আপনার রুমালখানা আমার কাছেই রয়ে গেছে! শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা করে' ফিরিয়ে দেব!

মাসীর প্রবেশ

ইতি—আপনার আদরের মেয়ে মীনাক্ষী!

মহিম—(লাফাইয়া উঠিয়া) মাসীমা!

অণিল তাড়াতাড়ি চিঠি পকেটে করিল

মাসী—ওঃ তোমার বন্ধু অনিল! ইনি আমার স্ত্রীর মাসীমা অনিল—

অনিল ও মাসী পরস্পর নমস্কার

মাসী—বসুন।

অনিল—আপনি বসুন।

মাসী—আমার কি আর বস্‌বার ফুরসৎ আছে? যে দিক্‌টা না দেখ্‌ব, সেইদিকেই গোলমাল! তোমরা বস।

অনিল—ঝি চাকর তো রয়েছে—

মাসী—থাক্‌লে কি হবে? Nonsense! তাদের উপর আস্থা কি? মালিকেরই কিছু ঠিক নেই, তো ঝি-চাকর।

দুলালের প্রবেশ

বাবা দুলাল!

দুলাল—কি বাবা মা ?

মাসী—দেখ্‌ছ না অনিল বাবু এসেছেন ?

দুলাল—দেখিনি, রিষ্ট-ওয়াচ পর্‌ছিলাম।

মাসী—ইনি মহিমের বন্ধু !

মহিম—আমার শা—

দুলাল—Brother in-law !

অনিল—নমস্কার।

দুলাল—(মাথা ঝাঁকাইয়া) How do ? মহিম-দা, সিগারেটের টিনটা।

মহিম—সে তো তুমি শেষ করে' ফেলেছ !

দুলাল—আমি একা তো আর শেষ করিনি ? আর একটা এনেছ তো—

মহিম—না।

দুলাল—দেখতো ! এখন উপায় ?

মাসী—কোথায় যাচ্ছ বাবা ?

দুলাল—যাচ্ছিলাম তো বাবা, মেয়েগুলোকে একটু ঘুরিয়ে আন্‌তে, তারপর Empire। কিন্তু সিগারেট নেই যে ! কি করি বাবা ! জান মহিম-দা, Empire ভারী সুন্দর প্রোগ্রাম দিচ্ছে। সেই যে ভারী সুন্দর নাচে,—তার নামই হয়ে গেছে চুলবুলি বাঈ। তা'র নাচ কাল্‌কেও ছিল, আস্‌তে পারেনি ! আজ নিশ্চয় আবার দেবে ! উঃ কি নাচটাই নাচে, আর তার চেহারা !—সংঘাতিক !

মাসী—বাবা দুলাল, এখন বুঝে চল বাবা, এ ভাবে তোমার অর্থনষ্ট করা ঠিক নয় !

দুলাল—অর্থ, আমার নয়—মহিমদার !

মাসী—যারই হোক্—একই কথা !

দুলাল—সে কি! সেদিন যে তুমি বল্‌লে, বাবা, যে ও-তে আমাতে অনেক তফাৎ—

মাসী—Nonsense!

দুলাল—চল্‌লাম! আর একটিন সিগারেট আনিয়ে রেখ মহিম-দা।

প্রস্থান

অনিল—আমিও যাই মহিম—(উঠিল, মাসীকে) নমস্কার ;

মাসী—এস বাবা।

মহিম—আবার কবে দেখা হবে ?

অনিল—এসে পড়্‌ব এক সময়। চল্‌লাম— প্রস্থান

মাসী—(মহিমের সুমুখে এসে) মীনাক্ষী কে ?

মহিম—মীনাক্ষী ?

মাসী—তোমার বন্ধু যে চিঠি পড়্‌ছিল, সেই চিঠি কার লেখা।

মহিম—আপনি শুনেছেন ?

মাসী—পরিস্কার শুন্‌লাম—আপনার আদরের মেয়ে মীনাক্ষী! কে মীনাক্ষী ?

মহিম—ওর আদরের মেয়ে, আবার কে ?

মাসী—ওঁর মেয়ে ?

মহিম—এতে সন্দেহ কি ?

মাসী—কিছু নেই ? তুমি না বলেছিলে, উনি বিয়ে করেন নি!

মহিম—তাই না কি ?

মাসী—Nonsense যে বিয়ে করেনি. তার আদরের মেয়ে! মন্দ নয়!

মহিম—না, না.—হাঁ, আমি বলেছিলাম বটে। সে সময় বিয়ে করেনি, —এখন করেছে! সকলেই তাই করে' থাকে!

মাসী—ওঁর মেয়ের চিঠি তুমি পড়ছিলে কেন?

মহিম—আমি তো পড়িনি, ও শোনাচ্ছিল!

মাসী—তোমাকেই বা শোনানো কেন?

মহিম—মেয়েটি থাকে বোর্ডিংয়ে! এই তার প্রথম চিঠি! কাজেই, naturally, অনিল খুব খুশী হয়েছে! পিতৃত্বের গর্ব্ব, that's all!

মাসী—কোথায় যাচ্ছ?

মহিম—স্নান কর্‌তে যাব।

মাসী—আমারও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। প্রস্থান

মহিম—অনিলকে জানিয়ে দিতে হবে যে তার বিয়ে হয়ে গেছে। কি বিপদ! মাসী উকিল হ'লে ভালো পসার জমাতে পার্‌ত!

প্রস্থান

জগা ও মীনার প্রবেশ

জগা—এই তো এখানে ছিলেন, বোধ হয় ভেতরে গেছেন। আপনি বসুন, আমি খবর দিচ্ছি! এই চেয়ারটায় বসুন—

মীনা—না, আমি সোফায় বস্‌ব!

জগা—বসুন, বসুন, তাই বসুন! কি নাম বল্‌ব?

মীনা—আমার নাম দিয়ে কি হবে! বল গিয়ে যে. একজন মহিলা হারুণ-অল্‌-রসিদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়।

জগা—হারুণ—

মীনা—অল্‌-রসিদ্‌

জগা—অল্‌-রসিদ্‌?

মীনা—যাও। দেখো যেন সারাদিন লাগিয়ে দিয়োনা! বড়লোকের বাড়ীর চাকর-বাকর গেলে আর ফেরেনা!

জগা—হারুণ—অল্—রসিদ্ প্রস্থান

মীনা—ঘর দোর তো বেশ সাজানো দেখছি,—পয়সা আছে বলে' মনে হচ্ছে! অর্গান—ভাল মেকার, দামী!

চাবির উপর হাত চালাইল

মহিমের প্রবেশ

Good morning খলিফ!

মহিম—কাকে চান আপনি?

মীনা—হারুণ-অল্-রসিদকে!

মহিম—ভদ্রলোককে তো আমি চিনি না! আপনি বোধ হয় ঠিকানা ভুল করেছেন!

মীনা—না, ভুল করিনি! তিনি এখানেই থাকেন!

মহিম—নিশ্চয়ই আপনার নম্বরে কোন গোলমাল হয়েছে! পোষ্টাফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, তারা ঠিক বলে দেবে! এই সোজা পূব-দিকে গিয়ে রাস্তার মোড়ে পোষ্টাফিস!

মীনা—ধন্যবাদ! কিন্তু তার দরকার নেই! এ অঞ্চলে তিনি মহিম সেন নামে পরিচিত!

মহিম—(স্বগত) এই মরেছে!

মীনা—মহিমবাবুকে আপনি চেনেন না?

মহিম—নামটা যেন জানা মনে হচ্ছে। দাঁড়ান, ভেবে দেখি—

মীনা—দেখুন ভেবে।

মহিম—ও, মনে পড়েছে। আগের ভাড়াটে। এই বাড়ীর আগের ভাড়াটে। তিনি তো এখান থেকে উঠে গেছেন! কোথায় গেছেন?—হাঁ, সোদপুর—পিঁজরাপোলের কাছেই। বাসে যাওয়া যায়, ট্রেণে যাওয়া যায়। আচ্ছা, নমস্কার।

মীনা—মাফ্ করবেন। বড় পরিশ্রান্ত হয়েছি। যদি কিছু মনে না করেন, এখানে বসে' একটু বিশ্রাম করি।

মহিম—(স্বগত) এই সেরেছে! একেবারে ছিনে জোঁক!

মীনা—আপনি বোধহয় আমাকে চিন্‌তে পারছেন না?

মহিম—মনে হচ্ছে না তো!

মীনা—আমি কিন্তু দেখেই চিনেছি!

মহিম—আশ্চর্য্য।

মীনা—দাড়ি আপনাকে মানায় না।

মহিম—দাড়ি?

মীনা—কাল রাত্রে আপনি দাড়ি পরেছিলেন। মনে পড়ে?

মহিম—দেখুন, আপনি বাড়ী ভুল করেছেন নিশ্চিত। দাড়ি আমার কখনও হয়নি,—কখনও হবে না! দাড়ি আমাকে মানায় না।

মীনা—কারণ, আপনি ঠিক মতো পরতে জানেন না। নিয়ে আসুন না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

মহিম—দেখুন, যদি কোন hair dresser-এর দোকান থেকে canvassingয়ে এসে থাকেন,—মাফ করবেন—

মীনা—বৃথা চেষ্টা মহিমবাবু। আমি আপনাকে ঠিক চিনেছি এবং নিশ্চয়ই, আপনিও চিনেছেন—আমাকে!

মহিম—I protest!

মীনা—(ব্যাগ খুলিয়া) দেখুন তো, এই রুমালখানা চেনেন নাকি !

মহিম—ওঃ— কাড়িয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইল

মীনা—(হঠাৎ ব্যাগ বন্ধ করায় মহিমের আঙ্গুলে লাগিল) ছিঃ মহিম-বাবু, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে? এইবার চিনেছেন তো ?

মহিম—এখানে কেন এসেছ ?

মীনা—আমার চিঠি পান্ নি ?

মহিম—পেয়েছি বই কি ! কি বিপদেই না পড়েছিলাম ওই চিঠি নিয়ে ?

মীনা—একটুখানি রহস্য করেছিলাম।

মহিম—দেখ, আমি বিবাহিত। হাস্‌ছ ? এটা নেহাৎ রহস্য নয় তা তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি।

মীনা—দুঃখের বিষয় মহিমবাবু, আপনার রসজ্ঞান বড় কম ! আপনি বিবাহিত বলেই তো, ব্যাপারটা আরও মজার !

মহিম—তোমার পক্ষে !

মীনা—নিশ্চয়ই। তা' নয় তো কি ! আমি এখানে এসেছি, আমাকে amuse কর্‌তে, আপনাকে নয় !

মহিম—তার মানে ? এখন কি এখানে থাক্‌বে নাকি ?

মীনা—আর কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই ! (জানালায় গেল)

মহিম—বাঃ রে মজা !

মীনা—এরই মধ্যে এমন আর কি মজা হ'ল ! (অর্গানে বসিয়া বাজাইল)

মহিম—বন্ধ কর, বন্ধ কর ! দোহাই তোমার !

মীনা—বাঃ রে, একটু আনন্দ কর্‌ব না ?

মহিম— মাসী যদি শুন্‌তে পায়—

মীনা—তিনি আবার কে ?

মহিম—আমার মাস্‌শ্বাশুড়ী—

মীনা—শ্বাশুড়ী নয়,—মাস্‌শ্বাশুড়ী ! মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বুঝি বেশী ?

মহিম—এখনই হয়তো এসে পড়্‌বে। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, আমার অবস্থা কি ! (মীনা হাসিল) দয়া কর, দয়া কর ! শিগ্‌গির চলে যাও—

মীনা—এরই মধ্যে ? মজা তো এখনও সুরুই হয়নি !

মহিম—তুমি tresspasser, জানো তোমাকে আমি এখনই বার ক'রে দিতে পারি ?

মীনা - জানি বই কি। কিন্তু কে বার করবে ?

মহিম—পুলিশ ডাকার দরকার হবে না, মাসী নিজেই পার্‌বে।

মীনা—ডাকৃব তাঁকে ? (দরজার দিকে অগ্রসর)

মহিম—না, না, থাম, থাম—

মীনা—দেখ্‌ছেন, আমাকে সরানো সোজা নয়। বড় জোর একটা ejectment suit কর্‌তে পারেন। সে-ও ছ'মাসের ধাক্কা !

মহিম—নাঃ, আর সহ্য হয় না !

মীনা—এ ঘরে আর ভালো লাগ্‌চে না। দেখি, ও ঘরটা কেমন।

দরজা খুলিয়া ভিতরে গেল

মহিম—যেওনা, যেওনা, ওটা আমার শোবার ঘর—(ছুটিয়া গেল)

দরজার কাছে যাইতেই মাসীর প্রবেশ

মাসী—মহিম ! ওকি, দরজা বন্ধ কর্‌ছ কেন ?

মহিম—অনেক সব দরকারি কাগজপত্তর রয়েছে। জগাটা ভারী ঘাঁটাঘাঁটি করে।

মাসী—কে যেন আর্গান বাজাচ্ছিল শুন্‌লাম।

মহিম—আমি! আমি!

মাসী—Nonsense! তুমি বাজাতে জানো, তা'তো জান্‌তাম না।

মহিম—চাবিগুলো টিপে দেখ্‌ছিলাম, ধূলো জমে আছে কিনা! ঝি-চাকর যা' হয়েছে! কিচ্ছু করে না, কিচ্ছু করে না।

দুলালের প্রবেশ

দুলাল—নাঃ, সব মাটী!

মাসী—কি হ'ল বাবা!

দুলাল—কিছুই হল না বাবা, চুলবুলি বাঈ আজকের প্রোগ্রামে নাই।

মাসী—বাঁচা গেছে! দেখ দুলাল, এই সব খেয়াল ছেড়ে এখন সংসারী হয়ে স্থিতু হ'য়ে ব'স! কি বল মহিম!

মহিম—হাঁ, নিজের বাড়ীতে।

মাসী—অথবা শ্বশুরের!

মহিম—যারই হোক্, আমার না হলেই হ'ল!

মাসী—আমার আর কে আছে বাবা, তুমিই দেখে শুনে ওর একটা বিয়ে-থা দিয়ে দাও!

মহিম—আমি! কিন্তু, মেয়ে কোথায়?

মাসী—আমার নজরে কিন্তু আছে একটি!

মহিম—(স্বগত) নজরের কি জোর রে বাবা!

মাসী—তোমার ভাগ্যি,—আজ এখানে যে আস্‌ছে।

দুলাল—আছে কিছু ?

মাসী—বাপ অনেক টাকা রেখে গেছে। বোম্বাইয়ে কি ব্যবসা করত,
—সবই এখন এই একমাত্র মেয়ের, না মহিম ?

মহিম—হাঁ, অনেকটা জমিয়েছে !

দুলাল—কত জমিয়েছে, that is not the point, কত খরচ করবে, তাই বল।

মাসী—বাপ-মা মারা গেছে, মহিমই এখন গার্জ্জিয়ান—

মীনার শীশ দেওয়ার শব্দ শোনা গেল

ও কে,—তোমার ঘরে ?

মহিম—জগাটা ঢুকেছে বোধ হয়—

মাসী—দরজা যে বন্ধ করে' দিলে ;

মহিম—Bath-room-এর দরজা বোধ হয় খোলা ছিল, সেইখান থেকে ঢুকেছে।

মাসী—চব্বিশ ঘণ্টা খালি শীশ দিচ্ছে। দাঁড়াও, আমি বল্‌ছি।

মহিম—না, আমি যাচ্ছি। আপনার কথা বড় মিষ্টি ! অত মিষ্টি কথার কাজ নয়। আমি ওর ঘাড়টা মট্‌কে দেবো।—

ভিতরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল

মাসী—কথা শোন্ দুলাল, এইবার ভালো হয়ে চল্—

দুলাল—নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

মাসী—এ সুযোগ হেলায় হারাস্ না। মেয়েটার অগাধ পয়সা।

দুলাল—এখন তাহ'লে পঞ্চাশটা টাকা দাও—

সারদার প্রবেশ

সরদা—বালিসের ওয়াড কোথায় মাসীমা, খুঁজে পাচ্ছিনা !

মাসী—Nonsense ! ড্রয়ারের ভিতর যে ছিল। চল্ দেখছি। যেটি না দেখব, সেইটিই হবে না। সারদাসহ প্রস্থান

দুলাল—পঞ্চাশটা টাকা যে চাইলাম— প্রস্থান

মহিমের প্রবেশ

মহিম—Coast clear চলে এস—(মীনা বাহিরে আসিল) সোজা ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও ! যাও—

মীনা—ধন্যবাদ ! কিন্তু, এখন তো আমি যাবো না !

মহিম—যাবে না ! কেউ যদি এসে পড়ে ?.

মীনা—ভালোই তো, আপনার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে

মহিম—উঃ কি বিপদেই পড়্লাম !

মীনা—চিড়িয়াখানাটা সব ঘুরে একবার দেখেই যাই !

মাসী—(নেপথ্যে) ওয়াড়গুলো সব পরিয়ে ফেল্—

মহিম—ওই মাসী এসে পড়্ল, এখন উপায় ?

মাসীর প্রবেশ

মাসী—যেটি না দেখ্ব, সেইটিই—(হঠাৎ থামিয়া) এটি কে মহিম ?

মীনা—(মহিমকে) কে আমি ?

মহিম—(স্বগত) আর কোন উপায় নেই—(প্রকাশ্যে) আমার ভাগ্নী !

মাসী—ও ! এস, মা এস ! (মীনা নমস্কার করিয়া কাছে গেল) বস মা বস ! রাস্তায় খুব কষ্ট হয়েছে, না ? বস, কিছু খেয়ে নাও।

মীনা—ধন্যবাদ ! এখন আর কিছু খাবো না।

মাসী—একটা লেমনেড—

মীনা—ধন্যবাদ ! না থাক্, কাজ নেই। (বসিল)

মাসী—বোম্বাইয়েই বরাবর কাটিয়েছ ! কল্‌কাতায় এলে এই প্রথম ?

মীনা—হাঁ !

মাসী—বোম্বাইয়ের গল্প কিছু বল না, শুনি।

মহিম—(স্বগত) মাটী করেছে ! দুজনের মাঝে বসিল

মাসী—বোম্বাই আর কল্‌কাতায় অনেক তফাৎ, না ?

মহিম—অনেক তফাৎ ! এখানে লোক বলে বাংলা, সেখানে বলে—

মীনা—গুজরাটি !

মাসী—সে আবার কি ভাষা ?

মীনা—মিষ্টি ভাষা, আবে-ছে, যাবে-ছে, সারো !

মাসী—আবেছে, যাবেছে—

মীন —সারো !

মাসী—সারো !

মীনা—সেখানকার চাকর বাকর গোয়ানিজ, এখানকার চাকর-বাকর—

মহিম—উড়িয়া !

মাসী—আবেছে, যাবেছে—

মীনা— সারো !

মহিম—আউছন্তি, যাউছন্তি, শড়া—

মাসী—ভালো কথা, তোমার মালপত্তর—

মহিম—আসছে—পরে আসছে।

মাসী—তোমার কামরা ঠিক করে রেখেছি! চল, দেখিয়ে দিই। প্রস্থান

মীনা—চলুন। (দরজার কাছে গিয়া) মামা, মামা গো—

মহিম দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘুসি উঠাইল। মীনা হাসিয়া প্রস্থান

মহিম—শক্ত সমস্যা! বম্বে মেল আসবার তো প্রায় সময় হ'ল। বিজু হয়তো এখনই এসে পড়বে। তখন? না, তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে, এদের সঙ্গে যাতে দেখা না হয়! কোথায় সরাই! কোথায় সরাই! ঠিক হয়েছে। সামনের ওই নার্সিং হোমে। ম্যানেজারকে একটা টেলিফোন করে দিই— প্রস্থান

মীনার প্রবেশ

মীনা—papa papa!—sorry, মামা, মামা!—কই, নেই তো এখানে! দূর, ভালো লাগছে না। ভাগ্নী সেজে ঘরের ভিতর বন্ধ থাকবার জন্য তো এখানে আসিনি! এইবার সরে পড়ব! খালিফের সঙ্গে একবার দেখা করেই পালাই! টয়লেট করিতে লাগিল

নটবরের প্রবেশ

নট—(নিঃশব্দে মীনার পেছনে গিয়া) মহিমবাবু আছেন?

মীনা—(চমকিয়া পেছন ফিরিয়া) কে?

নট—(চমকিয়া স্বগত) মীনা এখানে! (প্রকাশ্যে বিকৃতস্বরে) মহিমবাবু?

মীনা—কে আপনি! আপনিও কি খালিফ নাকি?

নট—না।

মীনা—তাঁর ওমরাও?

নট—কি বলছেন আপনি ? আমি মহিমবাবুকে চাই।

মীনা—তিনি এখানে থাকেন না।

নট—থাকেন না ?

মীনা—না, উঠে গেছেন।

নট—কোথায় গেছেন বল্‌তে পারেন ?

মীনা—পারি। সোদপুরে—পিঁজরে পোলের—কাছে! (স্ব) যেন নাটু বলে মনে হচ্ছে। সেই কি ?

নট—এখানে কি অবলা আশ্রম হয়েছে একটা ?

মীনা—না, সবলা আশ্রম হয়েছে একটা !

নট—তা' আগেই টের পেয়েছি। কে খুলেছে ?

মীনা—হারুণ-অল্‌-রসিদ।

নট—কিন্তু তাঁরা তো আশ্রম খোলে না,—নিকে করে।

মীনা—নিকে কর্‌তে নিজের পয়সা লাগে,—আশ্রম খুল্‌লে পরের পয়সায় চলে যায় !

নট—তা' বটে। আচ্ছা— প্রস্থানোদ্যত

মীনা—দাঁড়াও।

নট—(চমকিয়া) অ্যাঁ।

মীনা—কে তুমি ?

নট—আমি সন্ন্যাসী।

মীনা—তুমি নাটু !

নট—নাটু

মীনা—হাঁ নাটু। আমার চোখে ধূলো দেবে ভেবেছ ? এ ঢং আবার কতদিন ধরেছ ?

নট—আমি নারী-আশ্রমের সন্ন্যাসী।

মীনা—নারী-আশ্রমের সন্ন্যাসীই তুমি বটে! ফিল্ম কম্পানীর ডিরেক্টারি করে বুঝি সুবিধা হল না?

নট—(সহজ স্বরে) কিন্তু তুমি এখানে কেন মীনা?

মীনা—তাতে তোমার দরকার? তোমার রাসলীলা কেমন চল্‌ছে বল।

নট—রাসলীলা! আমি এখন সন্ন্যাসী মীনা!

মীনা—তোবা, তোবা! কিন্তু সন্ন্যাসী মানে তো স্বামী! গণ্ডীটা এখন বাড়িয়ে দিয়ে universal স্বামী হয়েছ। এই তো?

নট—ভুল করচ মীনা,—মানুষের পরিবর্ত্তন হয়।

মীনা—নিশ্চয়ই। প্রতিপলে—প্রতিমূহূর্ত্তে মানুষের পরিবর্ত্তন আসে। —নইলে আজ তোমাকে দেখে ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠবে কেন?

নট—ঘৃণা কি তোমারই একচেটে মীনা?

মীনা—সে ঝগড়া করে' আজ আর কোন লাভ নেই। অনেক হ'য়ে গেছে এবং তা'র শেষ করে' দিয়েছি। এখন যাও।

নট—কিন্তু তুমি এখানে কেন? কাগজে দেখছিলাম কোন্ ফিল্ম কম্পানীতে বড় একটা contract করেছ—

মীনা—ছেড়ে দিয়েছি! এখন এই আশ্রমে আমি আশ্রয় নিয়েছি।

নট—কেন?

মীনা—আমার খুসী—আমার সখ!

নট—শেষটায় জাত খোয়ালে!

মীনা—জাত খোয়ালেই তো দাম বাড়ে?

নট—তার মানে?

মীনা—মেয়ের বিয়ে দিতে বাপ হয় সর্ব্বস্বান্ত। যে জাতের মেয়েকে বিয়ে করতে ছেলেরা পণের জন্য পণ ক'রে বসে থাকে, সেই মেয়ে যখন জাত খোয়ায় তখন সেই ছেলেরাই হাজার হাজার টাকা ঢালে তার কৃপাভিক্ষা করতে! দাম বাড়ে না? এই আমারই এখন দাম বেড়ে গেছে কত!

নট—রসিদ বুঝি খুব পয়সা দিচ্ছে?

মীনা—রসিদ! ও, হাঁ, হারুণ-অল্-রসিদ। (হাসিয়া) তা দিচ্ছে বই কি? নইলে অতবড় contract ছেড়ে দিয়ে এলাম!

নট—শুধু পয়সার দিক্‌টাই দেখলে?

মীনা—তা ছাড়া আর কোন দিকটা আছে বলতে পার? কিসের জন্যে তুমি ডিরেক্টারি ছেড়ে, লম্বা দাড়ি বানিয়ে, গেরুয়া পরে' এক আশ্রম খুলে কতকগুলো হতভাগিনীর দালালি কচ্ছ?

নট—দালালি কচ্ছি! বল্‌ছ কি মীনা! এত বড় একটা দেশের কাজ—

মীনা—দেশের কাজ করতে ঘর ভাড়া করে' আশ্রম খুলেছ কেন? দেশটা কি তোমার আশ্রমের চতুঃসীমানার ভিতর ঢুকে বসে আছে? দেশের কাজ যদি, তবে পয়সার অভাবে যে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছেনা, তাদের বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কচ্ছ না কেন? কেন কতকগুলো বিধবা আর ঘরপালানো মেয়ে নিয়ে—

নট—এরাই তো জাতির frozen assests—

মীনা—চমৎকার! যাও—এইবার পালাও এখান থেকে!

নট—পালাব! যাক্, বেশ সুখেই আছ দেখলাম! আবার কখন—

মীনা—দেখা করতে আসবে?—খবরদার! জানো আমি এখন পর্দ্দানসীন!

নট—পর্দ্দানসীন ! তুমি ! হাসলে মীনা। তোমার ঘরে যে ক'টা ক'রে ঘুলঘুলি থাকে, তাতো আমার জানা আছে মীনা।

মীনা—কিন্তু এ রসিদ-সাহেবের অন্তঃপুর, একেবারে এয়ার-টাইট! এখানে উঁকিঝুঁকি মারতে এসোনা, খবরদার !

নট—আমি আসব মীনা।

মীনা—আমি সুখে আছি সেই সিন্নির গন্ধ পেয়েছ বুঝি ?—ওই আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—পালাও, পালাও—

নট—পালাব ? তুমি দয়া কর মীনা—

মীনা—কেন ? আমি তো এখন current account, তোমার frozen asset নই !

মীনা—ওই এসে প'ল। তবে থাক দাঁড়িয়ে ! আমি পালাই। প্রস্থান

নট—সত্যিই তো, কে যেন আসছে ! ওরে বাবা— প্রস্থান

মহিমের প্রবেশ

মহিম—এর শেষ কোথায় কে জানে ? এ খেয়াল কেন আমার মাথায় ঢুকলো ! এক রাত্তির খালিফ সেজেই যদি এত হাঙ্গামা ! সে লোকটা সারাজীবন কাটা'লে কি করে ? নাঃ, আরব্য উপন্যাস আরব দেশেই মানায় ভালো,—বংলা দেশে খাপ খায় না।

জগার প্রবেশ

মহিম—কিরে জগা ?

জগা—আজ্ঞে আর একজন।

মহিম—আর একজন আবার কে ?

জগা—আজ্ঞে মেয়েলোক। ওই যে এসে পড়েছেন— প্রস্থান

বিজলির প্রবেশ

বিজলি—মামা, মামা—(মহিমকে প্রণাম করিল) আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না? আমি বিজু—বিজলি।

মহিম—চিনেছি বই কি, চিনেছি বই কি!

বিজলি—আপনি যখন বম্বে গিছ্‌লেন, তখন আমি ছিলাম এইটুকু। ফ্রগ পরে ছুটে বেড়াতাম। কত ভালোবাস্‌তেন আমাকে! আমার বেশ মনে আছে; আমাকে পিঠে বসিয়ে ঘোড়া হ'য়ে হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌তেন! এখন আমি কত বড় হয়ে গেছি!

মহিম—এই ক'বছরে তুমি বেশ বড়টি হয়েছ বিজু। ঠিক তোমার মায়ের মতোই হয়েছ সুন্দর দেখ্‌তে!

বিজলি—মামী-মা কোথায়? তিনি আমাকে কখনও দেখেননি। আপনি যখন বম্বে গিছলেন, তখন বিয়েই করেন নি, তা' দেখবেন কি করে'?

মহিম—এখানে নেই।

বিজলি—বাপের বাড়ী গেছেন বুঝি?

মহিম—না, কাশী গেছেন এক আত্মীয়ের ওখানে!

বিজলি—আপনি কেমন যেন বদ্‌লে গেছেন মামা! তখন দেখেছি কত হাসিখুসি। দিনরাত হৈ হৈ করুতেন! এখন যেন হয়েছেন ভয়ানক গম্ভীর। কেন মামা?

মহিম—বয়স বেড়েছে তো—

বিজলি—বাড়লেই বা, বয়স বাড়লে লোকে আর হাসেনা? কেন?

বিলিমোরিয়া সাহেব তো কত বুড়ো, একটিও দাঁত নেই, তবুও সেই ফোঁক্‌লা দাঁতে কেমন হাসেন !

মহিম—সে বোম্বাই, এ কল্‌কাতা।

বিজলি—হলেই বা। কল্‌কাতায় লোকে হাসে না ?

মহিম—তা নয় বিজু। এখানকার চাল-চলন ধরণ-ধারণ সব আলাদা। তুমি তো কখনও আসোনি, তাই জানো না।

বিজলি—এখানে বুঝি হাস্‌তে নেই ?

মহিম—তোমাকে খুলেই বলি, এই যে তুমি হঠাৎ এসে পড়েছ, তাতে আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়েছি।

বিজলি—কেন মামা ?

মহিম—তোমার কষ্ট হবে—

বিজলি—কিছু না। আমি সব মানিয়ে নেব।

মহিম—বুঝতে পাচ্ছনা বিজু। গৃহিণী যখন গৃহে থাকে না, তখন সবই হয়ে যায় ওলট্‌ পালট্‌—

বিজু—আপনি ভাববেন না, আমি সব গুছিয়ে নেব।

মহিম—ঝি-চাকর গুলো কোন কাজের নয়—

বিজু—আমি সব চালিয়ে নেব।

মহিম—তা'রা সব ঠিকে কাজ করে। আমি খাই হোটেলে !

বিজু—হায় হায় ! হোটেলে কি খাওয়া যায় ! আমি তোমাকে রেঁধে দেব। আমি জানি ও-সব !

মহিম—না, না, তা হয় না। তোমাকে কি আমি রাঁধতে দিতে পারি ? সত্যি কথা বল্‌তে কি বিজু—

বিজু—এতক্ষণ কি তা'হলে সত্যি বলেন নি ?

মহিম—অনেকটা তাই। আসল কথা কি জানো, তোমার এখানে থাকা হতেই পারে না!

বিজলী—(বিমর্ষ) কেন মামা?

মহিম—তুমি একজন বিবাহিতা মেয়েছেলে যে—একজন অবিবাহিত—অর্থাৎ বিবাহিত বেটাছেলের সঙ্গে তার স্ত্রীর অবর্ত্তমানে—এক বাড়িতে বাস করবে—সে অসম্ভব!

বিজু—তা হলে আমি যাই কোথায়?

মহিম—সে আমি সব ঠিক করে' রেখেছি। সামনে ওই একটা Nursing Home আছে, ওই খানটায় গিয়ে ওঠো। খুব ভাল ব্যবস্থা ওখানে। আমার নাম করবে, কোন কষ্ট হবে না।

বিজু—আমার মালপত্তরের কি হবে?

মহিম—সব আমি সেখানেই পাঠিয়ে দেব।

বিজু—আমি অসুস্থ না হয়েও নার্সিং হোমে থাকব—একা?

মহিম—Propriety demands it, বিজু!

বিজু—উঃ এ কি দেশে এলুম রে বাবা!

মাসী—(নেপথ্যে) থাক্, ওতেই হবে।

মাসী প্রবেশ করিয়া বিজলিকে দেখ্‌তে পেয়েছেন। মহিম মরিয়া ভাবে দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইল।

মাসী—ও কে?

মহিম—অনিল।

মাসী—শাড়ী পরা?

মহিম—তার স্ত্রীর শাড়ী।

মাসী—স্ত্রীর শাড়ী পরে' তিনি বেরিয়েছেন!

মহিম—না, না, স্ত্রী সঙ্গে ছিল !

মাসী—তা' আমাকে ডাকতে হয় ! তা'কে খাতির যত্ন করা হ'ল না, কি মনে করলেন ! যাই, ফিরিয়ে নিয়ে আসি !

মহিম—খবরদার !

মাসী—Nonsense !

মহিম—Stand off, I am desparate.

মাসী—ব্যাপার কি !

মহিম—আমি মরিয়া—

মাসী—সর, সর, ওরা চলে যাচ্ছেন—

মহিম—আর এক পা বাড়া'লে—

মাসী—কি হবে ?

মহিম—আমি মরিয়া !

মাসী—ওঃ এতক্ষণে বুঝতে পাচ্ছি। দরজা বন্ধ করা, শীশ দেওয়ার শব্দ, অর্গানের আওয়াজ—গোপনে কেউ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, আর তুমি তাকে লুকিয়ে পাচার কচ্ছ ! কে সে ? বল, কে সে ? আচ্ছা, জানতে আমার দেরী লাগবে না। জানবই আমি—এই যে, তার ব্যাগ ফেলে গেছে—

মীনার ব্যাগ লইয়া খুলিল

মহিম—ও ব্যাগ এই মেয়েটির—

মাসী—এই যে সেই হারাণো রুমাল—১৫ নম্বর !

মহিম—(দরজায় পিট দিয়া) Damn it !

মাসী—কাল রাত্রে এর কাছেই গিছলে তুমি ! (ব্যাগ দেখিয়া) এই যে তা'র নাম রয়েছে—

দুলালের প্রবেশ

দুলাল—ও মা, মা !

মাসী—(ব্যাগ খুলিয়া পড়িল) মীনা মুস্তফি !

দুলাল—ও মা, সেই চুলবুলি বাঈ !

মাসী—আঁ্যা—

মাসী ধপ করিয়া সোফায় বসিয়া পড়িলেন। মহিম দরজায় পিঠ দিয়া গড়াইয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন।

মহিম—All over.

দুলাল—(দুজনের দিক অবাক হইয়া চাহিয়া) সাংঘাতিক !

দ্বিতীয় অঙ্ক

পূর্ব্বের দৃশ্য। জগা জানালা দিয়া বাহিরে দেখিতেছে।

জগা—ওই যে আবার! হাঁ, ঠিক সে-ই! কোন সন্দেহ নেই।

সারদার প্রবেশ

সারদা—ব্যাপারটা কি! বারবার দেখ্‌ছি, বারান্দায় গিয়ে খালি ওইদিকে তাকাচ্ছে! কার সঙ্গে ইসারা হচ্ছে?

জগা—অ্যাঁ!

সারদা—কে ওখানে? বারবার এসে মস্করা চল্‌ছে! কে?

জগা—মস্করা নয়। যে মেয়েটি একটু আগে এখানে এসেছিল, তাকে দেখলাম, ওই ডাক্তারখানার জানলায়। বোধহয় ওইখানে থাকে।

সারদা—আমার চোখে ধুলো দিয়োনা বল্‌ছি।

জগা—তোমার চোখে ধুলো দেব! বল কি! ও চোখ কি ধুলো দেওয়ার মতো!

দুজনের গান

তোমার চোখে পড়্‌লে বালি. আমার বুকে বাজ পড়ে
তোমার পায়ে বিঁধলে কাঁটা আমার বুকে খুন ঝরে!

সারদা— কথার বহর খুব আছে তা জানি
সত্যি বলে' একটিও না মানি!

জগা— নইলে কেন হবে মোদের সারা জীবন ঝর্‌ঝরে!

সারদা—ঢং দেখ না! খুব হয়েছে! চুপ্!

জান্‌তে বাকী নেই তোমাদের সত্যিকারের রূপ।

জগা— তোমরা সবই জানো, সবই বোঝ

তবু মোদের ঘাড়েই দোষ পড়ে।

সারদা—আর যদি কখনও কাউকে এমন নজ্‌রা হান্‌তে দেখ্‌তে পাই তবে, তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!

জগা—কি যে বল! আমি যাকে ভালোবাসি, তাকে পতি পরম গুরুর মতই ভালোবাসি।

সারদা—ওঃ কি আমার সতীসাধ্বী!

জগা—চুপ্! সাহেব!

মহিমের প্রবেশ

মহিম—মাসী কোথায়?

জগা—ইষ্টিসনে গেছেন, মাকে আন্‌তে!

মহিম—সেই—সেই মেয়েটা—মানে আমার ভাগ্নী—তার সঙ্গে গেছে নাকি?

সারদা—না, তিনি তাঁর ঘরেই আছেন।

জানালা দিয়া দেখিয়া

অই যে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল। ওই যে মা এসেছেন।

মহিম—যাও, যাও, তোমরা গিয়ে সব নামিয়ে নাও।

দুজনের প্রস্থান

একটু ধাতস্থ হয়ে নি বাবা! এখন কি করা যায়! মাসী কি পারুকে সব বলে দিয়েছে?—কে জানে! এক-একবার ইচ্ছে

হচ্ছে, পারুকে সব খুলে বলি, তারপর মেয়েটাকে ঘাড় ধরে এখান থেকে দূর করি! সে কি বিশ্বাস করবে? আরব্য উপন্যাসের অদ্ভুত গল্প, তার কি বিশ্বাস হবে? ওই মেয়েটাকে ভাগ্নী বলে' পরিচয় দিয়ে এখন ফেরাই-বা কি করে? না! চালিয়ে যেতে হবে। অভ্যস্ত হয়ে গেলে সহজ হ'য়ে যাবে। এতে দেখ্ছি খুব practice দরকার।

পারুলের প্রবেশ, সঙ্গে মাসী

মাসী—অধীর হয়ো না মা, অধীর হয়ো না।

মহিম—কি, কি, ব্যাপার কি?

পারু—একটা লোক—ভয়ানক লোক!

মহিম—লোক? কোথায়? (বাইরে দেখিয়া) কেউ তো নেই!

পারু—ওই মোড়ে দাঁড়িয়েছিল।

মহিম—নেই তো কেউ।

পারু—তবে চলে গেছে বোধহয়। বাবা!

মহিম—একটা লোক—দিনের বেলায়—তাতে এত ভয় কিসের?

পারু—কাশী থেকে লোকটা আমার পিছু নিয়েছে।

মহিম—কাশী থেকে?

পারু—বিশ্বেশ্বরের গলিতে দাঁড়িয়ে চুড়ি কিন্‌ছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হ'ল যেন একযোড়া বড় বড় চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

মহিম—লক্ষ্য করেছিলে যে বড় বড় চোখ?

পারু—হাঁ, বেশ টানা টানা দুটো চোখ। আমি পাশের দোকানে সরে গেলাম, সেও সরে এল।

মাসী—পারু হাঁটতে লাগ্‌ল,—সেও সঙ্গ নিল!

পারু—আমি জোরে হাঁট্‌লাম—

মাসী—সেও জোরে হাঁট্‌ল।

পারু—আমি আস্তে চল্‌লাম—

মাসী—সেও আস্তে চল্‌ল।

পারু—আমি রাস্তা পার হলাম—

মহিম—সেও রাস্তা পেরোলো।

পারু—পাক্কা এক ঘণ্টা সে আমার পিছু পিছু ঘুর্‌ল। যখনই আমি পিছন ফিরেছি—

মহিম—পিছন ফিরে দেখেছিলে তা'হলে?

পারু—সে আছে কিনা দেখবার জন্য—

মহিম—সেটা ভালো করোনি, তা'তেই সে প্রশ্রয় পেয়েছে!

মাসী—Nonsense! কি অধিকার আছে তা'র—

মহিম—অধিকার কিচ্ছু নেই; কিন্তু এ অবস্থায় প্রশ্রয় বলে' মনে করাই স্বাভাবিক। আমি হ'লেও তাই মনে কর্‌তাম। আমি যদি কোন অপরিচিত স্ত্রীলোকের পিছু পিছু যাই—

মাসী—যেয়ে থাক বুঝি?

মহিম—না, না, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি:—

মাসী—কিন্তু, এই ধরণের ব্যাপারের সঙ্গে তোমার খুব ঘনিষ্ট পরিচয় আছে বলেই যেন মনে হচ্ছে!

মহিম—বেটাছেলে বলে' বেটাছেলের মনস্তত্ব সহজেই বুঝ্‌তে পারি। যাক্, পারুর কথা শোনা যাক্।

পারু—তারপর ট্রেণে আসবার সময় টিকিট কাটতে counterয়ে গেছি,—দেখি সে পাশে দাঁড়িয়ে বল্লাম—Howrah, first class. সে যেন তা'র প্রতিধ্বনি কর্‌লে,—Howrah, first class.

মহিম—বেশ interesting হয়ে উঠ্‌ছে তো!

মাসী—Nonsense!

পারু—যে কামরায় আমি উঠ্‌লাম, সেও এসে উঠ্‌ল, সেই কামরায়—

মহিম—তারপর তোমার সঙ্গে আলাপ সুরু কর্‌লে?

পারু—একটি কথা না। ব্যবহার তার খুব ভদ্র বল্‌তে হবে। কোনও রকম অসভ্যতা করেনি। কিন্তু যখনই আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছি, তখনই বুঝ্‌তে পেরেছি, সে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। যখন চোখ ফিরিয়েছি, দেখি, একখানা পকেট বইতে কি সব নোট কর্‌ছে! মোগলসরাই এসে গার্ডকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, গাড়ী কতক্ষণ থাম্‌বে? দশ মিনিট। সে নেবে পড়্‌ল, আমিও সেই সুযোগে Ladies' Waiting Room-য়ে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। ঘণ্টা বাজ্‌ল। জানালা দিয়ে দেখি, সে পাগলের মতো গোটা প্লাটফর্ম্মটা ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্ছে। গার্ড হুইসেল দিলে, গাড়ী চল্‌তে সুরু কর্‌ল, সে লাফিয়ে একটা কামরায় উঠে পড়্‌ল। আমি বাঁচলাম।

মাসী—আহা, কি হয়রাণই করেছে লোকটা!

মহিম—আর তাকে দেখনি তো?

পারু—তবে আর বলছি কি ? হাওড়ায় নেমে দেখি, সে ঠিক গাড়ীগুলোর স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই চিনলে আমাকে। গাড়ীর পিছনে ছুটতে লাগল। সে-ই তো দাঁড়িয়েছিল ওই রাস্তার মোড়ে।

মাসী— আমি যদি একবার দেখতে পেতাম !

মহিম—আপনি দেখেন নি ?

পারু—মাসী জানালা দিয়ে মুখ বার করে রেখেছিল—

মহিম—মুখ দেখে ভয় পেলে না ?

পারু—উল্‌টে সে মাসীকে ইশারা করতে লাগল !

মহিম—বল কি ! বুকের পাটা তো কম নয় !

মাসী—আমি কিন্তু দেখতে পাইনি। জানোই তো, বাইরে আমার দৃষ্টি ভালো চলে না।

মহিম—বাড়ীতে যাদের দৃষ্টি প্রখর,—অর্থাৎ কাছে যারা জোর দেখে, দূরের দৃষ্টি তাদের দুর্ব্বল।

মাসী—Nonsense. তাই বা বিশেষ জোর কোথায়। যতটা হওয়া উচিত, ততটা নয়। এস মা পারু, কাপড়-চোপড় ছাড়বে চল।

পারু—চল যাচ্ছি। (মহিমকে) তোমার শরীর ভালো আছে তো ?

মহিম—মন্দ নয় ! যাও মুখহাত ধোও গিয়ে। (মাসী ও পারুলের প্রস্থান)

বাঁচা গেছে ! কিন্তু কতক্ষণ ? যে কোন মুহূর্ত্তে পাথর ধ্বসে পড়তে পারে, and I may be suffocated with my own পনের নম্বর। তারপর বিজু। তার কি করা যায় ? (বারান্দায় গিয়া) বরাবর তো তাকে আর Nursing Homeএ ফেলে

রাখতে পারি না। ওই যে। আহা, মুখটি মলিন করে' এইদিকে তাকিয়ে আছে। আমায় দেখ্‌তে পেয়েছে। ইশারা করে' ওখানে যেতে বলছে! (ইঙ্গিতে) যাব, যাব—পরে—

মাসীর প্রবেশ

আহা, কত কষ্টই না হচ্ছে ওর!

মাসী—(কাছে গিয়া) হচ্ছে নাকি? (মহিম চম্‌কে উঠল) তোমার বন্ধু বুঝি ওই নার্সিং হোমে আছেন?

মহিম—(সরল ভাবে) হাঁ, এইমাত্র জানলায় দাঁড়িয়েছিল।

মাসী—আমিও দেখছি,—একটা ফুল রয়েছে—খোঁপায়।

মহিম—অর্থাৎ button-holeয়ে!

মাসী—Nonsense! পরিষ্কার দেখ্‌লাম, তোমার বন্ধু-সেই চুলবুলি বাঈ তোমাকে ইসারা কর্‌ছে!

মহিম—ভুল দেখেছেন। একটু আগেই যে বল্‌লেন, দূরে আপনার দৃষ্টি চলে না।

মাসী—Nonsense! এতবড় ধৃষ্টতা! ঠিক বাড়ীর দরজার সাম্‌নে এনে রেখেছ? পারুর চোখের উপর, তার নাকের উপর?—একটা নাচওয়ালীকে?—

মহিম—কি করে' জান্‌লেন যে ও চুলবুলি বাঈ! কি অধিকার আছে আপনার এ ধারণা কর্‌বার?

মাসী—তবে কি আরও বন্ধু আছে নাকি?

মহিম—নিশ্চয়ই নয়।

মাসী—তবে, নিশ্চয়ই ও চুলবুলি!

মহিম—(স্বগত) তবুও লোকে বলে যে—women are not logical !

মাসী—পারুকে এখনও আমি কিছু বলিনি ! বাড়ী ঢুক্‌তে না ঢুকতেই তাকে এতবড় একটা আঘাত দিতে আমার মন চায় নি। এখনও সাম্‌লে চল। নইলে, আজ হোক্, কাল হোক্, তাকে আমার সবই বলতে হবে। ভালো কথা, তোমার ভাগ্নী কোথায় ?

মহিম—জানিনা তো, বোধহয় তার ঘরে আছে

মাসী—একটা খোঁজ খবরও তো নিতে হয়! দুলালের সঙ্গে তার বিয়ে—

মহিম—বিয়ে ! ওর বিয়ে ! —দুলালের সঙ্গে

মাসী—নিশ্চয়ই। মহিম উচ্চ হাসিল

[illegible]য় শুনি ?

মহিম—কেন নয় ? সত্যিই তো। হবেই তো।

(স্বগত) মন্দ কি ! যা শত্রুর পরে পরে !

(প্রকাশ্যে) Capital idea !

পারুলের প্রবেশ

মাসী—তোমাদের ভাগ্নী এসেছে, জান পারু !

পারু—কবে এল ?

মাসী—আজ সকালে। দেখনি তা'কে ?

পারু—কি করে দেখ্‌ব ! কখনও তো আসেনি এখানে।

মাসী—চল, আলাপ করবে চল— প্রস্থান

পারু—চল যাচ্ছি। তোমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। এ ক'দিন তোমার খুব কষ্ট হয়েছে—না ?

মহিম—কষ্ট আর কি ! তবে খাওয়া-দাওয়া, ঘর-সংসার,—তুমি থাকলে তার রূপই আলাদা !

পারু—কেন, মাসী তোমার যত্ন নেয় নি ?

মহিম—নিয়েছেন বই কি ! আমার কোন complain নেই। আজ সকালে খাওয়া হয়নি,—but I don't complain.

পারু—মাসী বলছিলেন, কাল অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরেছ, তাই তোমার ক্ষিধে ছিলনা।

মহিম—হাঁ, কাল এক বন্ধুর বাড়ীতে গল্পে-গল্পে দেরী হয়ে গিছ্‌ল। সে জন্য নয়,—যাক্‌গে। But I don't complain. হাঁ ভালো কথা, ভাগ্নীটিকে প্রথম প্রথম তোমার কিন্তু একটু অদ্ভুত লাগবে !

পারু—খুবই স্বাভাবিক। প্রথমটা একটু বাধ-বাধ লাগবে বই কি !

মহিম—বরং তা'র উল্‌টো ! তাকে দেখ্‌বে অসম্ভব রকম forward. তোমাকে মানিয়ে নিতে হবে পারু !

পারু—সে কি কথা ! তোমার ভাগ্নী—

মহিম—আপাততঃ।

পারু—আপাততঃ ভাগ্নী ?—মানে ?

মহিম—মানে, আপাততঃ তোমাকে মানিয়ে নিতে হবে, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পারু—আমি তাকে বুকে টেনে নেব !

মহিম—তা'হলে আমি ?—আমি কোথায় যাব ?

পারু—(হাসিয়া) দুষ্টু ! (উভয়ে চুম্বন করিতে উদ্যত। নেপথ্যে মাসী ডাকিল—'পারু !)

পারু—যাই মাসী !— প্রস্থান

মহিম—গেল যা। ব্যাঘ্র-বাঘিনী ওঁত পেতেই আছে। জানালা খোলবার উপায় নেই, রুমাল হারাবার যো নেই,—স্ত্রীর সঙ্গে একটু ফষ্টি নষ্টি করব, তা পর্য্যন্ত বন্ধ! গেল যা! সব সময় ভয়ে ভয়ে—

নেপথ্যে সুলাল

সুলাল—ভয় নেই, ভয় নেই!

মহিম—(চমকিয়া) কে! কে রে?

সুলালের প্রবেশ

সুলাল—ভয় নেই! আমি হারুণ-অল-রসিদ।

মহিম—হারুণ-অল-রসিদ!

সুলাল—বগ্‌দাদের খালিফ—প্রজাদের মা-বাপ!

মহিম—বগদাদী ভূত এর ঘাড়ে কোত্থেকে চাপ্‌ল রে, বাবা। এই! একি করেছিস্?

সুলাল—খালিফ হয়েছি!

মহিম—এ সব কোথায় পেলি?

সুলাল—কেন? তোমার ব্যাগে।

মহিম—ব্যাগ কি করে' খুল্‌লি তুই?

সুলাল—তোমার পকেট থেকে চাবি নিয়ে! আমি জানিনা বুঝি রোজই তো খুলি।

মহিম—রোজই তো খুলি! কি আব্‌দার রে! কেন খুলিস্?

সুলাল—বাঃ রে। মা বলেছে যে!

মহিম—মা বলেছে রোজই আমার ব্যাগ খুলতে! কেন?

সুলাল—কি আছে না আছে, তাই দেখ্‌তে।

মহিম—গোয়েন্দাগিরি ?

সুলাল—যা গোয়েন্দার বই পড়ে যে—'শয়তানীর চক্রান্ত'—

মহিম—দাঁড়াও, আমি চক্রান্ত ঘুচিয়ে দিচ্ছি!

সুলাল— কোন ভয় নেই জামাই বাবু। হারুণ-অল-রসিদ—

মহিম—চুপ, ডেপো ছেলে! হারুণ-অল-রসিদ তুই পেলি কোথায় ?

সুলাল—আমি পড়েছি যে,—আরব্য-উপন্যাসে।

মহিম—সে বই তুই পেলি কোথায় ?

সুলাল—তোমার ঘরে।

মহিম—তাও দেখা হয়ে' গেছে!

সুলাল—কেমন সব ছবি রয়েছে বইতে। এই রকম দাড়ি, পোষাক। তুমি বুঝি রোজ সাজ জামাইবাবু ?

মহিম—ভাগ্ এখান থেকে।

সুলাল—আমি ঠিক গুছিয়ে পরতে পাচ্ছিনা। বড্ড বড়। দাওনা আমাকে একটু পরিয়ে!

মহিম—পরাচ্ছি দাঁড়াও।

সুলাল—দাড়িটা খালি খুলে যাচ্ছে! দাওনা ঠিক করে'!

মহিম—দাঁড়াও, দিচ্ছি তোমাকে ঠিক করে'।

দাড়ি ধরিয়া টানিল, দাড়ি খুলিয়া মহিমের হাতে

সুলাল—(হাসিয়া) সুলাল এক্‌কে সুলাল গেল, হাতে রইল দাড়ি!

মহিম—খবরদার—

সুলাল—গরু এক্‌কে গরু গেল, হাতে রইল লেজটি!

মহিম তাড়া করিতে ছুটিয়া প্রস্থান

মহিম—(স্ব) একি চক্রব্যূহের ভিতরে পড়েছি বাবা। এখন বেরোই কি করে? কি করে দূর করি ওই চুলবুলিটাকে! কি করে ঘরে আনি বিজুকে! ওখানে তার কত কষ্টই না হচ্ছে। আমাকে ডাক্‌ছিল। যাই, একবার দেখা করে আসি—(উঠিল) না বাবা, রায়বাঘিনী যদি দেখে ফেলে। চিঠি লিখে দিই। সেই ভালো। এখন কেউ নেই—চিঠিটা লিখে ফেলি— প্রস্থান

জগার প্রবেশ

জগা—(এদিক-ওদিক দেখে বারান্দার দিকে গিয়া) দেখি, এখনও আছে না কি—

সারদার প্রবেশ

সারদা—খবরদার! (জগা চম্‌কে উঠ্‌ল) কি হচ্ছে?

জগা—বারান্দাটা ঝাড় দিয়ে ফেলি!

সরদা—কেন? নজর চল্‌বে বুঝি?

জগা—বাঃ রে। ঝাড়পোছ করাই তো আমার কাজ।

সারদা—সে সকালে হয়েছে, আবার এখন কেন?

জগা—ময়লা জমেছে যে। ময়লা দেখলে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে' আসে।

সারদা—ও, হাঁফ্‌ ছাড়তে চাও? ছাড়িয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও।

জগা—তুই দেখ্‌ছি মাসীর চেয়েও জবরদস্ত্‌ হয়ে উঠ্‌লি রে সারদা! আমাদের কি আর সেই ভাগ্যি, যে যেখানে-সেখানে জুটে যাবে? আমরা কি ভদ্রলোক? মিছেই কেন ব্যস্ত করিস্‌। যা নিজের কাজে যা!

সারদা—বল, তুমি কোনদিকে চাইবে না।

জগা—কোনদিকে চাইব না। এই চোখ বুজলাম।

সারদা—মিন্‌সের ঢঙ দেখ— প্রস্থান

জগা—মেয়েমানুষ জাতটাই দেখ্‌ছি আঁটার মতন। একবার লেগেছে কি ব্যস্‌, নেপটে রইল। আর ছাড়ায় কার সাধ্যি।

বিজুর প্রবেশ

বিজু—কেউ নেই বুঝি ?

জগা—আমি তো রয়েছি। কা'কে চান বলুন, ডেকে দিচ্ছি।

বিজু—থাক্‌, দরকার নাই। কাউকে জানিয়ে কাজ নেই। তোমাকেই চাই আমি।

জগা—আমাকে ? (স্বগত) সারদা আঁড়ি পেতে নেই তো !

বিজু - তোমার নাম কি ?

জগা—জগা—জগবন্ধু !

বিজু—তুমি কি এ বাড়ীর—

জগা—চাকর।

বিজু—তোমাকেই আমার দরকার।

জগা—(স্ব) সারদা শুন্‌ছে না তো ?

বিজু—আমি সাহেবের ভাগ্নী।

জগা—(স্ব) আবার একজন ! ওরে বাবা !

বিজু—মামা বল্‌ছিলেন, সব নাকি ওলট্‌ পালট্‌ হয়ে আছে, কেউ কিছু দেখে না। আমি সব গুছিয়ে ফেল্‌ব। একখানা বড় apron নিয়ে এস তো !

জগা—সে আবার কি ?

বিজু—ঝাড়ন—ঝাড়ন। খুব বড় দেখে আনবে কিন্তু! যা'তে শাড়ীটা নোংরা না হয়। জগার প্রস্থান

মামা বেচারীর কি মুস্কিল। নিজের ভাগ্নীকেও বাড়ীতে ঠাঁই দেওয়ায় উপায় নেই। কি রকম দেশরে বাবা!

অনিলের প্রবেশ

অনিল—একি, বিজলি দেবী!

বিজু—অনিল বাবু! আপনি এখানে ?

অনিল—সেই সাহাজাদীর খোঁজে। কিন্তু একি বিস্ময়! আপনি!

বিজু—ভেবেছিলাম, আর কখনও বুঝি আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।

অনিল—আমার কথা তা'হলে ভেবেছিলেন ?

বিজু—অনেক—অনেকবার!

অনিল—কি সৌভাগ্য আমার! অথচ, আমার এই পোড়া লাজুক স্বভাবের জন্ত কখনও আমি—

বিজু—আপনি কি বড় লাজুক ?

অনিল—ভয়ানক। কিন্তু আপনি এখানে ?

বিজু—এই তো আমার মামাবাড়ী!

অনিল—মামাবাড়ী ? কে মামা ?—মহিম ?

বিজু—জানেন তাকে ?

অনিল—জানি মানে ? আমার আবাল্যের বন্ধু!

বিজু—তা'হলে আপনার সঙ্গে দেখাশোনা হওয়ার আরও সম্ভাবনা রইল।

অনিল—নিশ্চয়ই। তবুও আপনার সঙ্গে দুটো প্রাণ খুলে কথা কইতে পারি। তাই আপনাকে আমার বড় ভালো লাগে। অন্য স্ত্রীলোকের সাম্‌নে আমি যেন কেমন বোবা বনে' যাই!

বিজু—আপনি কি স্ত্রীলোকদের পছন্দ করেন না নাকি?

অনিল—সেই যে কথায় বলে—once bitten twice shy. নেড়া বেলতলায় বার বার যায় না।

বিজু—কেন? আপনার নেড়া মাথায় বেল পড়েছে নাকি?

অনিল—পড়েছে বই কি! এবং খুব জোরেই পড়েছে!

বিজু—বলুন না, শুনি কাহিনীটা।

অনিল—আর সে পুরাণো কাসুন্দি ঘাটিয়ে লাভ কি বিজলী দেবী। তা'তে যেমন দুর্গন্ধ—ঝাঁঝও তেম্‌নি।

বিজু—না, না, বলুন।

অনিল—একবার একটি মেয়েকে আমি ভালো বেসেছিলাম—

বিজু—খুব সুন্দরী?

অনিল—আমি তাই মনে কর্‌তাম। আমি কেন, অনেকেই তাই মনে কর্‌ত। She had no end of lovers.

বিজু—তার ভেতর থেকে আপনাকেই সে পছন্দ কর্‌লে?

অনিল—অন্ততঃ আমি তাই মনে করেছিলাম। বিয়েরও সব ঠিকঠাক। তারপর আমার পয়সা যখন ফুরিয়ে গেল, দেখি যে সেও ফুরিয়ে গেছে!

বিজু—মানে?

অনিল—মানে, এক ফিল্ম কোম্পানীর ডিরেক্টারের সঙ্গে কোথায় সে উধাও হ'য়ে গেল।

বিজু—বলেন কি !

অনিল—সেই থেকে নারীদের সম্বন্ধে আমার কেমন একটা ভয় ধরে গেছে।

বিজু—সেই থেকে আর কোন নারীর সঙ্গে—

অনিল—আবার !

বিজু—তা'হলে নারীর সংস্রব একেবারে ত্যাগ করাই স্থির করেছেন ?

অনিল—না, তা করিনি। সেই যে শাস্ত্রে আছে—try, try, try again. আবার এও দেখা গেছে,—চেষ্টা যে করে সে সফল হয় in the end. সত্যি কথা বল্‌তে কি বিজলী দেবী, ইচ্ছা হয় আর একবার চেষ্টা করি !

বিজু—কখন ইচ্ছেটা হ'ল আপনার ?

অনিল—যখন আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল,—or, rather, যখন আপনার কাছ থেকে দূরে গেলাম। Oh, how I missed you !

বিজু—আমারও খুব মনে হ'ত আপনার কথা।

অনিল—তা'হলে আর একবার চেষ্টা করব ? কি বলেন ?

বিজু—আগের অভিজ্ঞতায় সতর্ক হওয়া উচিত।

অনিল—কে কবে তা হ'য়ে থাকে বিজলি দেবী ! আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?

বিজু—বলুন।

অনিল—একটা গান গাইবেন। অনেকদিন শুনিনি, অথচ এত ভালো লাগে।

বিজু—আপনি তো জানেন, বাংলা গান আমি জানি না। শেখবার সুযোগই পাইনি।

অনিল—তা হোক্, যা আপনার ইচ্ছা—গান !

বিজলি গাহিল

উন্‌কো কুঁচেমে যো তেরে দিল্ গ্যয়া,
সাচ্ বাতো গম্‌কা সেবা ক্যা মিল্ গ্যয়া !
আগে আগে থি সওয়ারি ইয়ার কি,—
পিছে পিছে ম্যয় কিসি মন্‌জিল গ্যয়া।
দিল্ লাগিথি দিল্‌লাগিমে দিল্ গ্যয়া,—
দিল্ লাগানেকা নতিজা মিল্ গ্যয়া।

জগার প্রবেশ

জগা—এই ঝাড়নে হবে ?

বিজু—খুব হবে। (ঝাড়ন নিয়া) চল তো আমায় ভাঁড়ার ঘরটা দেখিয়ে দেবে ! সেখান থেকেই সুরু করব।

অনিল—এ আবার কি ?

বিজু—কাজে যাচ্ছি।

অনিল—আমার যে দু'একটা কথা ছিল—

বিজু—মামার সঙ্গে বলুন না,—তিনিই আমার গার্জিয়ান। চল—

জগার সঙ্গে প্রস্থান

অনিল—এখনই মহিমকে বলব। কোন্ ঘরটা তার ? মহিম—মহিম

কলম হাতে মহিমের প্রবেশ

মহিম—কে ! কে !—ওঃ অনিল ! কখন এলে ?

অনিল—তোমার সঙ্গে গোটা কয়েক কথা আছে—

মহিম—বল, আমি প্রস্তুত। কি সম্বন্ধে?

অনিল—তোমার ভাগ্নীর সম্বন্ধে!

মহিম—ভাগ্নী? কোন্ ভাগ্নী! what ভাগ্নী? which ভাগ্নী। তার সম্বন্ধে তোমার কি কথা?

অনিল—বোম্বাইয়ে তার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। আর্ট একজিবিসানে বিজলী দেবী ছিলেন সেক্রেটারি!

মহিম—ও, আসল ভাগ্নী।

অনিল—আসল ভাগ্নী!

মহিম—নকলটি নয়?

অনিল—আসল-নকল! কি বল্‌ছ তুমি?

মহিম—জানি না। আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।

অনিল—তাকে আমি বিয়ে কর্‌তে চাই।

মহিম—বিয়ে! বিয়ে কর্‌বে তুমি? কি করে হবে! তোমার বিয়ে যে হয়ে গেছে অনিল।

অনিল—আমার বিয়ে!

মহিম—My dear অনিল, তোমার বিয়ে দিতে আমি বাধ্য হয়েছি। চল, আমার ঘরে চল,—সব বল্‌ছি—সব বল্‌ছি—আগেকার ঘটকদের মতো বহু বিবাহ আমার পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত রকমের crime হ'তে পারে, এই ক'ঘণ্টায় আমি সব করে' ফেলেছি।

অনিল—তুমি কি পাগল হ'লে?

মহিম—তুমি যাওয়ার পর অনেক-সব ভয়ানক ব্যাপার ঘটেছে। All in confusion, কেবল একটা জিনিষ ঠিক আছে যে তুমি married. অনিলকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

অনিল—Married ! The Divil !

মীনার প্রবেশ

মীনা—নাঃ, আর ভালো লাগ্‌ছে না। ভারী dull মনে হচ্ছে। এ ভাবে ঘরে আর থাকা চলে না। যা মনে করেছিলাম তা নয়। মিছেই লোকটা হারুণ-অল্‌-রসিদ সেজেছিল! কোনই রোমান্স নেই। কি করা যায়! এমন চুপ চাপ আর থাকা চলে না। আচ্ছা, একটা গান গাই, দেখি—কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

গান

ক্ষণেকের তরে হ'ল দেখা, ক্ষণেকের তরে আলাপন।
ক্ষণেকে জাগিয়া ঘুমঘোরে মিলালো নিশীথ স্বপন!
কে জানে কেন যে মনে জাগে
সে ছবি বেদনা অনুরাগে —
কেন সে হারাণো স্মৃতি লাগি বঞ্চিত সারাটি জীবন।
কি কথা বলিতে ছিল হয়নি বলা,
কি কথা শুনিতে আজও হিয়া উতলা!
চাঁদিনী গিয়া তো ফিরে আসে,
কোয়েলা ফেরে যে মধু মাসে!—
শুধু কি এ মম কাঁটাবনে আসিবে না দখিণা পবন!

গান শেষ হইবার আগেই দুলাল প্রবেশ করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মীনা—কে? ওকি কাঁদ্‌ছে কেন?

দুলাল—তোমার দুঃখ শুনে—

মীনা—আমার দুঃখ?

দুলাল—ওই যে গান গাচ্ছিলে—তোমার কাঁটাবনে আর দখিণ হাওয়া এল না!

মীনা—তাতে তোমার দুঃখ কেন?

দুলাল—কি জানি! কেমন এসে গেল দুঃখ! তোমাকে আমি ইয়ে করে' ফেলেছি কিনা! বোধ হয় তাই—

মীনা—কি করেছ?

দুলাল—ইয়ে—ইয়ে—

মীনা—তার মানে?

দুলাল—তোমাকে আমি,—যাকে সংস্কৃতে বলে—love করে ফেলেছি!

মীনা—তাই নাকি! (স্ব) মন্দ লাগ্‌ছে না তো!

দুলাল—তুমি তো সেই ভাগ্নী?

মীনা—ঠিক hit করেছ।

দুলাল—First shot.

মীনা—তুমি কে?

দুলাল—আমার মায়ের নয়নের দুলাল।

মীনা—নাম কি?

দুলাল—নন্দদুলাল। আত্মীয়-বন্ধুরা দুলাল বলেই ডাকে!

মীনা—আমিও দুলাল বল্‌ব। কেমন?

দুলাল—Do ducky, do!

মীনা—(স্ব) বাঃ বেশ jolly তো!

দুলাল—কেমন লাগ্‌ছে এখানে। বড্ড dull—না?

মীনা—বিশ্রী! কি ক'রে যে সহ্য করে'—

দুলাল—কে? মহিম-দা? ও সব সহ্য করতে পারে। টিনের পর টিন সিগারেট ফুঁকে দিচ্ছে—তাও সহ্য করে।

মীনা—তোমার বাড়ী কোথায়?

দুলাল—কোথায় আবার! এখানেই। আমরা সবাই এখানে থাকি। আমি, মা, সুলো, সব।

মীনা—তোমার মা কে, বল্‌লে না!

দুলাল—মা! আমার মা মহিমদার স্ত্রীর মাসী, আমি মহিমদার—

মীনা—শালা?

দুলাল—না। brother-in-law.

মীনা—তোমার বিয়ে হয়নি?

দুলাল—তা'হলে কি আর তোমার দুঃখে কাঁদতে ফুরসত পেতাম! বিয়ে হয়নি। তবে আমার নজর আছে একজনের উপর।

একদৃষ্টে মীনার দিকে চাহিল

মীনা—(ফিক্ করিয়া হাসিয়া) আছে নাকি!

দুলাল—তোমারও তো বিয়ে হয়নি।

মীনা—না।

দুলাল—বিয়ে করবে না?

মীনা—মনের মতো লোক পেলেই করি!

দুলাল—এখনও পাওনি বুঝি?

মীনা—(দীর্ঘনিশ্বাস) মনের মানুষ মেলে কই?

দুলাল—কেন?—

দুজনের গান

মনের সাথে মন মেলে যার, মনের মানুষ তা'রে কয়।
আঁখির সাথে আঁখির মিলন,—চোখের নেশা তা'রে কয়।
গান গেয়ে যায় পাগল পাখী, রঙ্গ করি যায় অলি,—
ফুলবুকে দোল দেয় যে মলয়, দিল্‌দরদী তা'রে কয়।
সুখের রাতের চপল বঁধু ভোর না হতেই যায় ছলি,—
দারুণ ব্যথা দেয় যে প্রাণে পরাণপ্রিয় তা'রে কয়।
সাধ করে' যে বেড়ায় সেধে, কোন্ কথা সই তায় বলি—
শুন্‌তে যে জন চায়না লো, মন মনের কথা তা'রে কয়।

দুলাল—আচ্ছা, তোমার মনের মানুষের কি কি qualification থাকা চাই?

মীনা—কেন? তুমি কি candidate নাকি?

দুলাল—দেখি চেষ্টা করে'। Application তো দিয়ে রাখি।

মীনা—কি qualification আছে তোমার?

দুলাল—আমার?—অনেক আছে। ক্লাবের মেয়েদের কাছে যে-সব বড়াই করে' থাকি, তোমাকে তা' বল্‌ব না, কারণ তা'র একটাও সত্যি নয়! তোমার কাছে আমার স্বরূপ বর্ণনা করব।

মীনা—Thank you very much. তা'হলে আরম্ভ কর।

দুলাল—বল্‌ছি। কখনও এ রকম বলিনি কিনা, তাই প্রথমটা কি রকম বাধ-বাধ লাগ্‌ছে। তা' হলে শোন আমার জীবনের ইতিহাস! চেহারার কথা কি বল্‌তে হবে?

মীনা—না, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

দুলাল—দেখতেই তো পাচ্ছ, আমি এদেশে আছি বলে', ফ্রাঙ্কেষ্টিন

৫

লজ্জায় সাতসমুদ্র তের নদী পারে জন্ম নিয়েছে। শোন আমার আত্মচরিত।

মীনা—আত্মচরিত ! how thrilling.

দুলাল—মন্দ নয়। শুনলেই বুঝতে পারবে। আমি একটা ভ্যাগাবণ্ড। আমার চাল নেই কিন্তু চা'ল আছে। চুলো নেই কিন্তু পরচুলো আছে। ভগ্নিপতির মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খাই, তাও আপন ভগ্নিপতি নয়,—মাসতুতো। সিগারেটটি পর্য্যন্ত সে-ই যোগায়। লেখাপড়া অষ্টরম্ভা—কিন্তু কথায় কথায় ইংরাজী বুকনি ছাড়তে পারি! আমার না আছে কোন সভ্যতা, না আছে culture! আর্ট আমাকে অতিষ্ঠ করে, সাহিত্য আমার চোখে ঘুম আনে!

মীনা—এ-সব তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়। তারপর—আর কিছু?

দুলাল—তাহলে আরও ভিতরের খবর বলি,—intimate matters. মেয়েছেলে আমাকে দেখলেই ভালোবেসে ফেলে। Sunday club-এর সব কটি মেয়েই আমার জন্য পাগল। কিন্তু আমি তাদের একটিকেও ভালোবাসিনি। মাত্র একজনকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি,—ব্যস্ আর কিছুই বলবার নেই। এখন বল,—তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

মীনা—Oh no!

দুলাল—(মিষ্ট হাসিয়া) একে oh! তাতে আবার no!

মীনা—তুমি যখন এত সরল ভাবে সব বললে, আমিও তখন সরলভাবেই গোটাকয়েক কথা তোমাকে বলব। Confidence for confidence. দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি,—তোমার পয়সা নেই।

গয়না কাপড় আমি ভালোবাসি, তোমার তা' যোগাবার সামর্থ্য নেই। তুমি একটি মস্তবড় উজবুক! তোমাকে নিয়ে আর কিছু না হোক্, বানর নাচানো যেতে পারে,—সেইজন্য হয়তো তোমাকে বিয়ে করতেও পারি। এখন বল, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

দুলাল—(আনন্দে) Why not!

নীনা—ভালোবাসা আমার একটা নেশা। কতজন এল, কতজন গেল; তা'র ভিতর একজনকে আমি খুব ভালোবেসেছিলাম। তা'কে বিয়ে করব বলে' ঠিক করেছিলাম। সব ঠিক্-ঠাক। তারপর একদিন অন্ধকার রাত্রে কোথায় গেলাম আমি, আর কোথায় গেল সে। বল, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

দুলাল—কেন করব না?

নীনা—নাঃ, তুমি একেবারেই hopeless!

দুলাল—মোটেই নয়। Hope আছে বলেই তো তোমাকে ছাড়ছি না। আমি যদি মেয়েলি সুরে ন্যাকা ন্যাকা করে' তোমাকে বলতাম,—"ওগো তোমাকে আমি বড় ভালোবাসি,—আমি অবলা, সরলা, কিছুই জানিনা, তোমার জন্য আমার বুক যায়, প্রাণ যায়, আমায় বিয়ে করবে!' অমনি তুমি হেলে দুলে মিষ্টি করে' বলতে—'হাঁ দুলাল, আমি তোমারই!'

নীনা—(তীব্রভাবে) দেখ, একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। সরলতার এবং সত্যকথার একটা সীমা আছে,—তা ছাড়িয়ে গেলেই এসে পড়ে—ধৃষ্টতা।

দুলাল—বিয়ে তো আমার একজনকে করতেই হবে,—অন্ততঃ

আত্মরক্ষার জন্যে! তা' তুমি হলেই বা মন্দ কি! প্রেম, ভালোবাসা—

মীনা—ধেৎ। প্রেম! ভালোবাসা!—বিয়ের সঙ্গে তা'র সম্বন্ধ কি?

দুলাল—কিছু নেই? এই যে একটু আগেই বল্‌লে, একজনকে ভালো বেসেছিলে, তা'কে বিয়ে কর্‌বে ঠিক করেছিলে! কেন সে চলে গেল?

মীনা—জানিনা।

দুলাল—কোথায় সে?

মীনা—জানিনা। কেন?

দুলাল—আমি যাব তা'র কাছে,—তা'র হাতে পায়ে ধরে' ফিরিয়ে আন্‌ব।

মীনা—(সাশ্চর্য্যে) What!

দুলাল—চম্‌কে উঠোনা। যেমন করে' পারি তা'কে আমি ফিরিয়ে আন্‌ব, আর সে তোমাকে বিয়ে করবে।

মীনা—তোমার সে মাথাব্যথা কেন?

দুলাল—বল্‌তে পার খেয়াল, অথবা বল্‌তে পার—উদারতা দেখিয়ে তোমাকে অভিভূত করবার একটা হীন প্রচেষ্টা। কিন্তু আমি seriously বল্‌ছি। তুমি যাকে ভালোবাস, তা'কে বিয়ে করে' সুখী হয়েছ দেখলে আমার আনন্দ হবে।

মীনা—তুমি কি serious হ'তে পার?

দুলাল—শুধু পারি না, পছন্দ করি। Insincerity ঢাক্‌বার ওর চেয়ে ভালো জিনিষ আর কিছু নেই।

মীনা—তবুও বল্‌ছ যে তুমি আজ সরলভাবে সত্য কথা বল্‌ছ?

দুলাল—হাঁ। আজকের দিন ওই একটা luxury করে' নিলাম। ওই একটা মাত্র সোডাওয়াটারের বোতল ছিল আমার কাছে, আজ তা'র মুখ খুলে দিয়েছি। নতুবা, যে-রায় তুমি দিয়েছ আমার সম্বন্ধে, তাই ঠিক!

মীনা—কি রায়?

দুলাল—আমি একটা উজ্‌বুক!

মীনা—সেটা একটু বাড়িয়ে বলেছি।

দুলাল—আমি একটা বাঁদর—

মীনা—(তাড়াতাড়ি) তা'তো আমি বলিনি!

দুলাল—না বল্‌লেও, কথাটা মিথ্যে নয়। আমি একা—নিতান্তই একা। আমার অর্থ নেই, সামর্থ্য নেই, সহায় নেই, সম্পদ নেই। ভালোবাস্‌তে কেউ নেই, ভালোবাসা দেওয়ার কেউ নেই!

মীনা—(নরমভাবে) এ-সব আমায় শোনাচ্ছ কেন?

দুলাল—কারণ, আর তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাইছি না। কারণ, এতদিনে আজ তুমিই শুধু আমার কাছে সত্য কথা বলেছ। কারণ, বিয়ে করে তুমি যখন সুখী হবে, তখন যেন এ হত-ভাগাটার কথা মনে করে' তোমার ঘৃণা না হয়। আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে?

মীনা—বল।

দুলাল—আমার জন্য ঘটকালি করবে?

মীনা—আমি?

দুলাল—হাঁ। তুমি যাকে বল্‌বে, আমি চক্ষু বুজে তাকেই বিয়ে করব!

মীনা—কি রকম মেয়ে?

দুলাল—সে তোমার যেমন ইচ্ছা।

মীনা—আচ্ছা চেষ্টা করব।

দুলাল—ক্লাবের মেয়েগুলোর কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা' আর রাখ্‌তে পার্‌লাম না। যাক্ গে!

মীনা—কি প্রতিজ্ঞা?

দুলাল—প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মীনাকে বিয়ে করব।

মীনা—মীনা!

দুলাল—মীনা চুলবুলি বাঈ। ভারী সুন্দর নাচে।

মীনা—তবে, তা'কে বিয়ে কর্‌লে না কেন?

দুলাল—তোমাকে দেখে।

মীনা—আমি কি তা'র চেয়েও সুন্দরী?

দুলাল—তা'কে কি আমি দেখেছি কখনও?

মীনা—দেখনি, অথচ বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলে?

দুলাল—হাঁ, তা'র বাঁশী শুনে,—অর্থাৎ তা'র নাচের আর রূপের সুখ্যাতি শুনে।

মীনা—তা'হলে দেখ তা'কে একবার। আমার চেয়েও তো সে সুন্দরী হ'তে পারে?

দুলাল—হয় হোক গে, আমার দরকার নেই। শুধু সুন্দরী হ'লে কি হবে? তোমার মত এমন সরলভাবে সে কথা কইবে?

মীনা—বল্‌তেও তো পারে?—দেখই না।

দুলাল—দরকার নেই। তোমার চেয়ে ভালো কিছু থাক্‌তে পারে? থাকে থাক্। আমার তা'কে দরকার নেই। তাই আমি একটা যাকে-তাকে বিয়ে কর্‌তে চাইচি।

মীনা—দেখি! একটা মেয়ে আমার সন্ধানে আছে বটে। আমার বিশেষ বন্ধু—একেবারে একপ্রাণ বলা যায়।

দুলাল—বেশ। ভালো কথা। দেখতে কেমন?

মীনা—আমার চেয়ে ভালো নয়।

দুলাল—তবে ঠিক আছে। দাও লাগিয়ে—

মীনা—তা'কে কি বল্‌বে?

দুলাল—কি বল্‌ব? বলার যা' তা তুমিই বল্‌বে। আমি খালি বল্‌ব—"ওগো তুমি আমায় বিয়ে কর্‌বে?"

মীনা—হাঁ দুলাল—আমি তোমারই।

দুলাল—তুমি!

মীনা—হাঁ দুলাল, আমি!

দুলাল—আঁ্যা, এ হ'ল কি! আমার যে নাচতে ইচ্ছে কচ্ছে, আমার যে গাইতে ইচ্ছে কচ্ছে!—

দুজনের গান

খাঁচার পাখী খাঁচায় ছিল, বনের পাখী ছিল বনে!
হঠাৎ সেদিন দেখা হ'ল চল্‌তি পথের বাতায়নে!
বনের পাখী খাঁচার পাশে
ফিরে ফিরে কেবল আসে,—
চোখে চোখে চাউনি মেলে, মন-বিনিময় মনে মনে!
কখন যেন উতল হাওয়ায় বন্ধ দুয়ার যায় খুলি,
লতায়-পাতায় মাতন লাগে, অবাক্ তাকায় ফুলগুলি?

খাঁচার পাখী ডাকে খাঁচায়,
বনের পাখী বন-পানে চায়,
হঠাৎ কখন দম্‌কা হাওয়ায় খাঁচার পাখী গেল বনে !

মাসীর প্রবেশ

মাসী—একি দুলাল, এ কি দেখ্‌ছি !

দুলাল—সাংঘাতিক !

মাসী—ব্যাপার কি বাবা ?

দুলাল—আমার বউ।

মাসী—বলিস্‌ কিরে ! সত্যি ?
কি আনন্দ, কি আনন্দ ! হ্যা মা, সত্যি !

মীনা—(লজ্জার ভান করিয়া) আমি জানিনা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুণ।

মাসী—বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক। জন্ম-এয়োস্ত্রী হও। মহিম কোথায় ? এমন খবরটা তা'কে আগে শোনানো চাই। মহিম. মহিম

মহিমের প্রবেশ

মহিম—কি, কি,—অত চীৎকার কেন ?

মাসী—বড় আনন্দের খবর মহিম। দুলালের বিয়ে—

মহিম—আমি এখন ব্যস্ত আছি। একজন বন্ধু এসেছেন—

মাসী—আবার বন্ধু ! তাই তোমার মাথা ঠিক নেই !

মহিম—বল্‌তে চান কি আপনি ?

মাসী—বল্‌তে চাই যে দুলালের বিয়ে তোমার ভাগ্নীর সঙ্গে।

মহিম—আমার ভাগ্নী ! কোন্ ভাগ্নী ! মানে—

মাসী—মানে বিজলির সঙ্গে !

মহিম—অসম্ভব ! কখনই নয় ।

মীনা—হাঁ মামা—

মহিম—চোপ্ রও !

মাসী—ওরে বাবা ।

দুলাল—সাংঘাতিক !

মাসী—তুমি মত দেবে না ?

মহিম—নিশ্চয়ই নয় ।

মাসী—কারণ ?

মহিম—কারণ আছে বই কি !

মাসী—কারণটা কি শুনি !

মহিম—আপনি জানেন না, জান্তে পারেন না, ওই স্ত্রীলোকটি কে !

মীনা—তা'হলে মামা—

মহিম—চোপ্ রও—

মীনা—ওরে বাবা !

দুলাল—সাংঘাতিক !

মাসী—কেন, এ তোমার ভাগ্নী নয় ?

মহিম—আলবৎ ভাগ্নী । একশ'বার ভাগ্নী । তা ছাড়া আমি ওর গার্জ্জিয়ান । আমার মত না হলে বিয়ে হতেই পারে না । আর, মত আমি দেব না । ব্যস্—

মাসী—দাঁড়াও । তোরা একটু ওদিকে যা দুলাল ।

দুলাল—চল । মা ওসব ঠিক করে' নেবে (প্রস্থানোদ্যত)

মীনা—(যাইতে যাইতে) ভেবে দেখ মামা—

মহিম—চোপ্ রও—

মীনা—ওরে বাবা !

দুলাল—সাংঘাতিক ! **মীনা ও দুলালের প্রস্থান**

মহিম—উঃ এতবড় ধৃষ্টতা !

মাসী—অনর্থক একটা গোলোযোগ আমি করতে চাইনা মহিম—

মহিম—এমনই তা'র যথেষ্ট হয়েছে ।

মাসী—আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, তোমার একটা বাজে খেয়ালের জন্য আমার ছেলের ভবিষ্যত আমি নষ্ট হ'তে দেব না। তুমি যদি এ বিয়েতে মত না দেওয়ার জিদ্ কর,—তোমার কীর্তি-কলাপ সব আমি পারুকে বলে' দেব ।

মহিম—কীর্তি-কলাপ আবার কি !

মাসী—কি ? সে যখন বাড়ী ছিলনা, তখন অন্য মেয়ে ছেলে তুমি বাড়ীতে নিয়ে এস—

মহিম—তা'তে হয়েছে কি ! কোন মহিলা যদি বেড়াতে এসেই থাকে, তা'তে হয়েছে কি !

মাসী—মহিলা ! একটা নাচওয়ালী ! চুলবুলি না কি তা'র নাম, সে মহিলা ! তুমি তা'র কাছে প্রায়ই যাতায়াত কর—

মহিম—পারু তা' বিশ্বাস করবে না

মাসী—আমার কাছে প্রমাণ আছে । তা'র ভ্যানিটি ব্যাগ, আর তা'র মধ্যে তোমার রুমাল—১৫নং । বল, তুমি মত দেবে কি না !

মহিম—না, না ।

মাসী—বেশ । তা'হলে ফল ভোগ কর ।

পারুলের প্রবেশ

পারু—একি শুন্‌ছি মাসী! দুলালের সঙ্গে বিজলির বিয়ে!

মাসী—তা' আর হ'তে দিচ্ছে কই মহিম। তা'র চেয়ে বড় দুঃসংবাদ আছে পারু—

পারু—দুঃসংবাদ! ব্যাপার কি! (মহিমকে) হ্যাগা, কি হয়েছে! কথা বল্‌ছ না কেন? ওকি! তুমি অমন ছট্‌ফট্‌ করছ কেন?

মহিম—কথা বলবার শক্তি নেই আমার!

পারু—কি হয়েছে মাসী?

মাসী—এতক্ষণ তোমাকে আমি বলিনি পারু, তোমার দুঃখ হবে বলে'। কিন্তু আর লুকানো চলে না; লুকানো উচিত নয়। তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে!

পারু—প্রতারণা!

মাসী—হাঁ। একটা নাচওয়ালীকে নিয়ে উনি উন্মত্ত। তুমি যখন ছিলেনা, তখন লুকিয়ে তা'কে বাড়ীতে নিয়ে আস্‌ত!

পারু—অ্যাঁ!

মাসী—সারারাত্তির তা'কে নিয়ে থাক্‌ত!

পারু—অ্যাঁ!

মাসী—নিজের রুমাল তা'র বাড়ীতে রেখে আস্‌ত।

পারু—আমি বিশ্বাস করিনা!

মহিম—বিশ্বাস করোনা পারু, এ সত্যি নয়। বোঝ্‌বার ভুল।

মাসী—Nonsense! এই মহাপুরুষই আবার তোমাকে অনুযোগ দিচ্ছিলেন,—কাশীতে সেই বদ্‌মায়েসটার দিকে তুমি ফিরে চেয়েছিলে বলে'। ভণ্ড, প্রতারক!

অনিলের প্রবেশ

অনিল—ওহে, আর কত দেরী তোমার ! পারুকে দেখিয়া থমকে গেল

পারু—(ভীষণ চীৎকার করিয়া) ওই সে !

অনিল—শাহাজাদী !

পারু—এখানে পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে।

মাসী—বন্ধু ! দুই বন্ধু ! মাণিকজোড় !

মহিম—অনিল । তুমি আমার স্ত্রীর পিছু নিয়েছ কাশী থেকে ?

অনিল—কোন কু-মতলব ছিল না বন্ধু ! বলছি—বুঝিয়ে বলছি।

মাসী—বেরোও—বেরোও বাড়ী থেকে ! ওরে জগা, ওরে সারদা, আয় তো একবার—

বিজলির প্রবেশ

চন্দন বাঁধা। সকলকে দেখে থমকে দাঁড়াল দরজার কাছে, অন্যের অলক্ষে

মহিম—বল, কি জন্য তুমি ওর পিছু নিয়েছিলে !

মাসী—নিজের স্ত্রী থাক্‌তে—

অনিল—(রাগিয়া) থামুন !

মাসী—কেন থাম্‌ব। আবার চোখ রাঙায়—বদমায়েস ! নিজের স্ত্রী থাক্‌তে পরের স্ত্রীর পিছু নেয় !

বিজলি—উঃ চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে তাহার দিকে ফিরিল

জগার প্রবেশ। বিজলি তাহার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল

পারু—এ কে !

মাসী—ওই সেই নাচ-ওয়ালী—বুলবুলি বাঈ।

মহিম—মিথ্যা কথা।

মাসী—Nonsense! আমি দেখেছি, ওই নার্সিং হোমের জানলায় দাঁড়িয়ে তোমাকে ইসারা কচ্ছিল।

মহিম—সে একটা নার্স!

পারু—নার্স তোমাকে ইসারা কচ্ছিল!

মাসী—হাঁ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

পারু—উঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, অনিলের হাতের উপর।

সারদা প্রবেশ করিল অন্যের অলক্ষে

মাসী—নার্স! এখন হ'ল নার্স! নার্সিং হোমের নার্স এখানে এসে কি কচ্ছিল?

মহিম—দেখ্‌ছ না ঝাড়ন বাঁধা! বোধ হয় জগার কাছে এসেছিল!

জগা প্রতিবাদের জন্য তাড়াতাড়ি মাথা তুলিল।

সারদা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল তাহার আর এক হাতে

মহিম—জল, জল, শিগ্‌গির জল—

মাসী—(চীৎকার করিয়া) জল—জল—

মীনার প্রবেশ

মীনা—ব্যাপার কি এখানে? আরব্য উপন্যাসের আর এক অধ্যায় নাকি?

অনিল—মীনা!

মীনা—অনিল! ভীষণ চীৎকার করিয়া ঢলিয়া পড়িল অনিলের আর এক হাতে

মাসী—মহিমের ভাগ্নীকে তুমি চেন?

অনিল—চিনি। কিন্তু এতো সে নয়!

মাসী—নয়! অ্যাঁ— মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল মহিমের দিকে। মহিম ধরিল

মহিম—No, I won't! I won't!

ফেলিয়া দিয়া, পকেটে হাত পুরিয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িতে লাগিল।

তৃতীয়

বেলা ৩টা

একই দৃশ্য। সারদা চেয়ার-টেবিল মুছিতেছে। জগা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে

জগা—সারদা! ও সারদা! সারদা রে! (সারদা নিরুত্তর) কেন মিছে রাগ কচ্ছিস্! কথা বল্!

সারদা—বিরক্ত করোনা আমাকে। যাও এখান থেকে!

জগা—কেন রাগ কচ্ছিস্? ও-সব মিছে কথা!

সারদা—মিছে কথা! সাহেব নিজে বল্‌লেন—সে মিছে কথা! আর সত্যি কথা বল্‌ছেন উনি! কি আমার সত্যবাদীরে!

জগা—সত্যি বল্‌ছি সারদা—

সারদা—যাও—যাও—

জগা—শোন্, রাগ করিস্ নে!

সারদা—রাগ করবো আমি কা'র পরে?

জগা—কচ্ছিস্ তো আমার উপর!

সারদা—বয়ে' গেছে। তুমি আমার কে?

জগা—তোর সঙ্গে যে আমার বিয়ে হবে।

সারদা—বিয়ে হবে না ইয়ে হবে। যাও—

জগা—আমি যে তোর স্বোয়ামী হব।

সারদা—যাও যাও। আর স্বোয়ামী হয়ে কাজ নেই।

জগা—সত্যি বল্‌ছি সারদা!

সারদা—আঃ। কি জ্বালাতন। ওই নার্স মাগীর কাছে যাওনা,—আমার পেছনে লাগ্‌তে এসেছ কেন?

জগা—কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গেছে—

সারদা—যাও বল্‌ছি। নইলে মাকে ডাক্‌ব,—মাসীকে ডাক্‌ব!

জগা—ডাক্‌না তোর মা-মাসীকে!

সারদা—মা-মাসী তুলো না বল্‌ছি!

জগা—আমি কি তাই বল্‌ছি।

সারদা—বল্‌লে না, এই মাত্তর বল্‌লে না। মিথ্যাবাদী!

জগা—কেন এত চট্‌ছিস্! শোন্।

সারদা—আমি চটিনি,—যাও!

জগা—চটিস্‌নি তো!

সারদা—না।

জগা—তা'হলে হাস।

সারদা—হাস্?

জগা—তোর সেই মুচ্‌কি হাসি একটু হাস্ দেখি!

সারদা—ওঃ কি আব্‌দার রে!

জগা—হাস সারদা, হাস।

সারদা—যাও বল্‌ছি—হাস-হাস করো না।

জগা—তুই হাস। তোর হাসি দেখে আমি চলে যাই।

সারদা—(মুখের কাছে গিয়া ছি ছি করিয়া)—যাও।

জগা—ওরে বাবা, ওই কি হাসি! ও যে পেত্নীর হাসি!

সারদা—কি! আমি পেত্নী! এখন কতই হব। আমি পেত্নী, আমি কুচ্ছিৎ, আমি ডা'ন। এখানে মর্‌তে এসেছ কেন? যাওনা তোমার সেই সুন্দরী নার্সের কাছে!

জগা—তুই বড় অবুঝ সারদা! কেবল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঝগড়া করিস্!

সারদা—(এস্-ট্রে মুছিতেছিল) এসেছ কেন মর্‌তে এখানে! যাও—যাও বল্‌ছি!

এস্-ট্রে ছুঁড়িয়া মারিল। জগা কপাল চাপিয়া বসিয়া পড়িল।

জগা—কর্‌লি কি সারদা! উঃ! রক্তারক্তি হল যে!

সারদা—যাও, আর ঢং কর্‌তে হবে না।

জগা—এই দেখ রক্ত! ওরে বাবারে! মেরে ফেল্‌লে রে!

সারদা—(কাছে আসিয়া) দেখি—দেখি—

জগা—না, তোর দেখ্‌তে হবে না! তুই খুনে! ওরে বাবারে!

সারদা—বড্ড লেগেছে?

জগা—থাক, আর দরদ দেখাতে হবে না। ওরে বাবারে!

সারদা—দেখি, দেখি,—রাগ করোনা! হঠাৎ হয়ে গেছে!

জগা—রাগ করব কা'র পরে? তুই আমার কে? ওরে বাবারে!

সারদা—আমি যে তোমার ইস্তিরি হব। দেখি, দেখি, কতটা কেটেছে—

জগা—আর ইস্তিরি হয় না। আগেই যে-রকম ইস্তিরি সুরু করেছে—ওরে বাবারে!

সারদা—রাগের মাথায় হ'য়ে গেছে। রাগ করো না।

জগা—রাগ কর্‌বো না! তোমাকে আমি বিয়ে করব? বিয়ে? আমার গায়ে অত রক্ত নেই! ওরে বাবারে!

সারদা—উল্‌টে আমারই হ'ল দোষ! কেন ওই নার্স টার সঙ্গে—

জগা—কিচ্ছু. করিনিরে—কিছু করিনি!

সারদা—সাহেব যে বললেন—

জগা—ওঁরা ভদ্দর লোক। মিথ্যে কথা জলের মত বলে' যাওয়া ওঁদের অভ্যেস। আমরা তা পারি না! ওরে বাবারে!

সারদা—হু। ভদ্দরলোক বুঝি মিথ্যে কথা বলে?

জগা—তুই কিচ্ছু জানিস্ না। মিথ্যে কথা বলার কায়দা ওদের শিখতে হয়, তালিম দিতে হয়। ওরা হয়কে নয় করতে পারে! ওরে বাবারে!

মহিম—(নেপথ্যে) জগা! ওরে জগা!

জগা—পালা, পালা, সাহেব আসছে!

সারদা—তোমার যে রক্ত—

জগা—মুছে ফেলছি—তুই পালা! সারদার প্রস্থান

মহিমের প্রবেশ

মহিম—ওরে জগা! ওকি! তোর কপালে কি?

জগা—চন্নেনের ফোঁটা!

মহিম—চন্দনের ফোঁটা! হঠাৎ! ব্যাপার কি?

জগা—আজ্ঞে, মিথ্যে কথা বলা অভ্যেস কচ্ছি। আপনারা কেমন চট্‌-পট্‌ বলেন। আমার যোগায় না। তাই—

মহিম—(হাসিয়া) অভ্যেস কর, যোগাবে। বেশী দেরী লাগবে না আমি একদিনেই পাকা হয়ে গেছি! তোর ওখানে রক্ত এল কি করে'?

৫

জগা—আজ্ঞে, কেটে গেল—বেশী না—সামান্য একটু রক্ত বেরিয়েছে!

মহিম—কাটল কি করে'?

জগা—আজ্ঞে, আজ্ঞে,—কি কই কর্ত্তা, কই যোগাচ্ছে না তো! সত্যি কথাটাও বলা মুস্কিল!

মহিম—যা, আর তোকে বল্‌তে হবে না। Sticking plaster লাগিয়ে দে গিয়ে। (জগা প্রস্থানোদ্যত) শোন্—(জগা ফিরিল) রুগীদের খবর কি?

জগা—ভালো না। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মাসীর।

মহিম—(সাগ্রহে) কি রকম, কি রকম! বাঁচবে তো?

জগা—আজ্ঞে, ওর কথা কিছু বলা যায়! কখন মরেন কখন বাঁচেন! এরই মধ্যে তিন কাপ চা দিয়েছি। আর দু'চার কাপ খেলে হয়তো—

মহিম—তোর মা কেমন আছে?

জগা—একটু ভালো—

মহিম—কি কচ্ছে এরা সব?

জগা—শুয়ে রয়েছেন। কেবল সেই মেয়েটি—যা'কে আপনি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন,—সে নার্সিংহোমে চলে গেছে. সঙ্গে গেছেন—অনিলবাবু।

মহিম—আর সেই মেয়েটা?—যে প্রথম এসেছিল?

জগা—সব নষ্টের মূল যিনি? তিনি উপরেই আছেন—আরামে শুয়ে!

মহিম—এখনও যায় নি?

জগা—যাবে কি? দাদাবাবুর সঙ্গে গল্প গুজব করছে!

মহিম—দুলালের সঙ্গে?

জগা—আজ্ঞে হাঁ।

মহিম—আচ্ছা যা। Sticking plasterটা লাগিয়ে দে গিয়ে!

জগার প্রস্থান

সারা সংসারটাকেই কেমন কান ধরে' এক চক্কর ঘুরিয়ে দিয়েছি। এমন কি ঝি-চাকর পর্য্যন্ত। ছেলেবেলায় বর্ণশিক্ষা প্রথম ভাগ থেকে পড়ে এসেছি—'সদা সত্য বলিবে।' মনে পড়ে, একদিন আমি মিথ্যা কথার নাম শুন্‌লেই আঁৎকে উঠতাম। আজ আমার একি হ'ল। আজ আমি যে মিথ্যে কথায় শুধু অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, তা নয়, আমি যেন তা' পছন্দ করতেই সুরু করেছি! না, আর না। এখন থেকে আমি সত্য কথা বলব—the simple, beautiful, preposterous truth! প্রস্থান

নটবর প্রবেশ করিয়া উঁকিঝুঁকি দিতে লাগিল। পিছন হইতে জগার প্রবেশ

জগা—কে?

নট—(চমকিয়া) আমি।

জগা—আমি! আমিটা কে?

নট—দেখ্‌ছ না আমি সন্ন্যাসী!

জগা—সন্ন্যাসী তো, পা টিপে এখানে এসে উঁকিঝুঁকি মারছ কেন?

নট—সাহেব বাড়ী আছেন?

জগা—সাহেব কি আর পরদার আড়ালে লুকিয়ে আছেন? তুমি চোর।

নট—চোর! খুব বুদ্ধি। আমার বোঁচকা আছে?

জগা—সে থাকে নেংটো সন্ন্যাসীদের। তোমাদের মত জামাজুতো পরা সন্ন্যাসীদের থাকে পকেট। দেখি তোমার পকেট!

নট—তুমি তো এ বাড়ীর বেয়ারা ?

জগা—কেন ? আমাকে কি সাহেব বলে' মনে হচ্ছে না কি ?

নট—হিন্দু তো ?

জগা—কেন ? তোমার কি খিষ্টান বলে' মনে হচ্ছে ? আসল সদ্‌গোপ, জল-চল।

নট—তা' জলচর হয়ে তুই এখানে চাকরি কচ্ছিস্ কেন !

জগা—কেন আবার ? পয়সার জন্য !

নট—পয়সার জন্যে এখানে পড়ে আছিস্ কেন ? আমার কথা যদি শুনিস্, তোকে আমি পয়সা দেব। এদিকে আয়—শোন্—

জগা—তুই-তোকারি করোনা বল্‌ছি,—সাধুই হও আর সন্ন্যেসীই হও। কি বল্‌বে বল।

নট—এই সিকিটা নে, পানটান কিনে খাস্।

জগা—রেখে দাও তোমার সিকি, সন্ন্যেসী মানুষ, গাঁজা কিনে খেও।

নট—আমার কথা যদি শুনিস্, তোকে আমি অনেক পয়সা দেব।

জগা—নিজেই খাও ভিক্ষে করে' আর চুরি-চামারি করে',—তুমি আবার দেবে পয়সা ! রেখে দাও, এখন মতলব কি বল।

নট—এখানে একটা মেয়ে থাকে ?

জগা—একটা কেন, এখানে অনেক মেয়ে থাকে !

নট—খুব সুন্দরী মেয়ে—

জগা—তাদের সবাই সুন্দরী—

নট—(এদিক-ওদিক চাহিয়া) মীনা—

জগা—না বাপু, মীনার কাজ নেই, এখানে সব জোয়েলারি !

নট— (স্ব) তবে কি নাম বদ্‌লেছে ! সেটা তো শোনা হয়নি !

(প্র) সাহেব বুঝি খুব বড়লোক !

জগা—কি মতলবে আছ চাঁদ ? সিঁদ কাটবে, না ডাকাতি করবে ?

নট—বলিস্ কি ! দেখ্‌ছিস্ না আমি সন্ন্যাসী ।

জগা—ও অনেক শালাই সন্ন্যেসী সাজে । গেরুয়ামাটির দাম সস্তা ।

নাও, এখন ভেগে পড় ।

নট—একটু আগে একটা মেয়ের সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছিল, তা র সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে চাই !

জগা—মেয়ে বোষ্টমের দল নাকি ? কা'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তা আমি কি করে' জান্‌ব ! যাও—ভাগো !

নট—ভাগো বললেই ভাগো ! চুপ্ । ভালো মুখের কেউ নস্ । ডাক্ সেই মেয়েটাকে !

জগা—ও, চোরের বড় গলা ! দাঁড়াও, ডাক্‌ছি সেই মেয়েটাকে—

নট—হাঁ, ডাক, অনেক পয়সা দেব— জগার প্রস্থান

নট—মীনা খুব বড়লোক বাগিয়েচে দেখ্‌ছি । এই রসিদ সাহেবটা কে ? এই যুদ্ধের বাজারে কত রসিদই যে লাল হয়ে গেছে ! আমিই শুধু যে তিমিরে সেই তিমিরে !

সারদার প্রবেশ

সারদা—(ঝাঁটা হাতে তাড়া করিয়া) তবে রে মিন্‌সে—

নট—ওরে বাবা, ধূমাবতী যে— দৌড় । সারদার প্রস্থান

জগার প্রবেশ

জগা—দে বসিয়ে, দে বসিয়ে—সাধুগিরি ঘুচিয়ে দে—

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

মহিমের প্রবেশ

মহিম—হাতের কাছে পেলে ওই বিচ্ছু ছেলেটাকে কোন্ দিন আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব। ওই মাসী আমাকে ফাঁসি না দিইয়ে ছাড়্‌বে না। এই গুষ্টির হাত থেকে কি করে' রেহাই পাই। পারুকে বল্‌তে হবে।

পারুলের প্রবেশ

মহিম—এস পারু—(পারুল ফিরিল) যেওনা, শোন। তোমাকে আমার অনেক কিছু বল্‌বার আছে।

পারু—আর আবশ্যক কি! আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি!

মহিম—চলে যাচ্ছ? কোথায় পারু?

পারু—জানিনা। তবে তোমার কাছ থেকে যত দূরে হয়?

মহিম—কেন পারু

পারু—কেন? আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ—কেন? কোন্ স্ত্রী সহ্য করে' থাকতে পারে,—যা'র স্বামী জানলা দিয়ে নার্সের সঙ্গে ইয়ারকি দেয়?

মহিম—ইয়ারকি?

পারু—মাসী নিজে দেখেছে, দুজনে তোমরা ইসারা কচ্ছিলে!

মহিম—ইসারা মানেই ইয়ারকি নয়। তা'ছাড়া, সে আমার ভাগ্নী—নার্সিং হোয়ে উঠেছে।

পারু—তোমার ভাগ্নী?

মহিম—হাঁ, আসল ভাগ্নী—বিজু—একটু আগে যে এখানে মূর্চ্ছা গিয়েছিল!

পারু—তাই যদি সত্যি হ'ত!

মহিম—এই সত্যি! সহজ, সরল, ভেজালহীন সত্য!

পারু—তা যদি হয়, তা'হলে তোমাকে আমি ভুল বুঝেছি!

মহিম—(স্ব) wonderful জিনিস এই সত্য!—wonderful!

পারু—কিন্তু আরও অনেক কিছু বাকী আছে।

মহিম—বল, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

পারু—তোমার ভাগ্নী যদি, তবে তুমি তা'কে নার্স বললে কেন?

মহিম—আমি confused হয়ে গিছ্‌লাম, ভড়্‌কে গিছ্‌লাম। তাই যা-তা একটা বলে' ফেলেছি!

পারু—আর সেই মেয়েটা?—সেই নাচওয়ালী!

মহিম—মীনা-চুলবুলি?

পারু—তা'হলে তোমার সঙ্গে তা'র পরিচয় আছে? যাতায়াত আছে?

মহিম—না। ও উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!

পারু—তাই কখনও সম্ভব?

মহিম—নাচওয়ালীদের অসম্ভব কিছুই নেই!

পারু—তবে যে মাসীর কাছে তা'কে বিজলি বলে' চালিয়েছিলে?

মহিম—একটা কিছু তো বল্‌তে হবে। একটু আগেই বিজলির আস্‌বার চিঠি পেয়েছিলাম, তাই তা'র নামটাই এসে গেল!

পারু—কিন্তু মিথ্যে কথা বল্‌তে গেলে কেন? সত্যি কথা কেন বল্‌লে না,—তোমার সেই সহজ, সরল, ভেজালহীন সত্য?

মহিম—সত্য কথার এত মহিমা তখন আমি বুঝ্‌তে পারিনি, পারু!

পারু—কি করে' ওর সঙ্গে তোমার আলাপ হ'ল?

মহিম—বল্‌ছি শোন। হারুণ-অল্‌-রসিদের কথা মনে পড়ে!

পারু—হাঁ, বগ্‌দাদের খালিফ। আরব্য-উপন্যাসে পড়েছি।

মাসীর প্রবেশ। অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

মহিম—ক'দিন ধরে' বইখানা পড়্‌ছিলাম। পড়্‌তে পড়্‌তে কেমন একটা নেশা হ'ল। খেয়াল হ'ল যে খালিফ্‌ সাজি!

পারু—খালিফ্‌ সাজ্‌বার খেয়াল হ'ল! অদ্ভুত খেয়াল তো!

মহিম—তুমি তো জান আমার প্রকৃতি—

পারু—জানি বই কি! যত বিদ্‌ঘুটে খেয়াল তোমার!

মহিম—কাল রাত্রে খালিফ সেজে' গড়ের মাঠে ঘুর্‌তে বেরোলাম। সেখানে একটা মেয়ে গুণ্ডার হাতে পড়েছিল, তাঁকে বাঁচালাম।

পারু—বল কি গো! গুণ্ডা!! তোমাকে ছোরা-টোরা মারেনি তো?

মহিম—খালিফকে ছোরা মার্‌বে কে!—সে পালিয়ে গেল। তারপর মেয়েটা কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তা'র রুমাল হারিয়ে গিছ্‌ল বলে' আমার রুমালটা তা'কে দিয়েছিলাম—চোখ মুচ্‌তে!

পারু—এটা তোমার ঠিক হয়নি,—তা'তেই সে প্রশ্রয় পেলে!

মহিম—ভাব্‌তে পারিনি যে আমার রুমালে চোখ মুছেই সে প্রশ্রয় পাবে! তারপর আমার নাম-ঠিকানাই বা সে পেতো কোথায়! আমি তো আর তা'কে কিছু বলিনি!

পারু—সে জিজ্ঞাসা করেনি?

মহিম—করেছিল। নাম বল্‌লুম—হারুণ-অল্‌-রসিদ। বাড়ী বল্‌লাম—বোগদাদ!

পারু—তবে সে এল কি করে' এখানে?

মহিম—মাঠ থেকে ফের্‌বার সময় তাড়াতাড়িতে রুমাল ফিরিয়ে আন্‌তে

আমার খেয়াল ছিল না। আর আমি কি জানি যে তোমার মাসী-মণি আমার রুমালে পর্য্যন্ত নাম-ঠিকানা জাহির করে' রেখেছেন!

পারু—রুমালে নাম-ঠিকানা!

মহিম—দেখ গিয়ে সব জামা-কাপড়-রুমাল আমার! এ রুমালটা ছিল ১৫ নম্বর!

পারু—রুমালে আবার পূরো নাম কে তোলে—পূরো ঠিকানা!

মহিম—তোমার মাসী-মণি, আবার কে? Accident হ'লে চট্ করে' সনাক্ত করা যাবে, এই জন্যে!

পারু—এ কি অলক্ষুণে কথা! মাসীর যত আধিক্যেতা!

মহিম—তবেই বোঝ। তারপর সকালে যখন সেই মেয়েটা এসে সশরীরে উপস্থিত হলো, আর যেতে চায় না, তখন বোঝ আমার অবস্থা!

পারু—বটেই তো!

মহিম—তা'র সঙ্গে যখন ঝগ্ড়া কচ্ছি, তখন মাসী এসে উপস্থিত! তখন! তা'র একটা পরিচয় তো আমাকে দিতে হবে? তাই মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় তা'র পরিচয় দিয়ে ফেল্লাম ভাগ্নী ব'লে। বিশ্বাস কর্‌লে না পারু?

পারু—আমি না হয় বিশ্বাস কর্‌লাম, কিন্তু মাসী কি বিশ্বাস কর্‌বে?

মাসী—কেন কর্‌ব না পারু! তুমি যখন বিশ্বাস করেছ! (উভয়ে উঠিল)

পারু—শুনেছ, উনি কি বলছেন?

মাসী—সব শুনেছি!

মহিম—গোপনে!

মাসী—মাসী-পিশিদের তাই শুন্‌তে হয়

মহিম—বিশ্বাস করেছেন তো ?

মাসী—তুমি যখন বল্‌ছ, বিশ্বাস কর্‌ব না কেন !

মহিম—(স্ব) জয় সত্য কথার জয় ! মাসী পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে !

মাসী—এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি মহিম, কেন তুমি ওর সঙ্গে দুলালের বিয়ে দিতে রাজি হওনি।

মহিম—বুঝুন এখন !

মাসী—তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম বলে' আমি দুঃখিত !

মহিম—(স্ব) মতলব কি ! হঠাৎ এত সদয় !

পারু—উনি বল্‌ছেন, যাকে তুমি ইসারা করতে দেখেছিলে, সে-ই আসল ভাগ্নী !

মাসী—সে আমি আগেই আন্দাজ করেছি।

পারু—কি সুন্দর মেয়েটি !

মাসী—ঝাড়ন জড়িয়ে, আহা !

মহিম—আপনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সেই বিজু !

মাসী—পার্‌ব না ! রক্তের টান যে !

মহিম—রক্তের টান !

মাসী—হবে না ! আমার ব্যাটার বউয়ের জন্যে টান হবে না !

মহিম—ব্যাটার কি ?

মাসী—বউ ! হবু-বউ !

মহিম—কিন্তু সে তো ওই মেয়েটার জন্যে পাগল !

মাসী—আপাততঃ। সে-ও তা'কে তোমার ভাগ্নী মনে করে'। যখন দেখ্‌বে ও তোমার ভাগ্নী নয়,—ভাগ্নী এইটি ! তখন

এর জন্যই পাগল হবে। ছেলে আমার তেমন নয়,—কথা শোনে !

মহিম—সোনার আধখানা চাঁদ ছেলে !

মাসী—আধখানা চাঁদ ! মানে ?

মহিম—এখনও বিয়ে হয় নি কিনা তাই অর্দ্ধাঙ্গ ! বিয়ে করলেই পুরো হবে।

পারু—(হাসিয়া) বলার কি ভঙ্গী ! এইবার তা'হলে পুরো কর ওকে।

মহিম—আমি ! (স্ব) ও, এই জন্যে এত দরদ !

পারু—তুমিই তো গার্জ্জিয়ান্।

মাসী—বল মহিম, তুমি রাজি ?

মহিম—তা' হয় না !

পারু—হয় না ?

মাসী—কেন হয় না ?

মহিম—অনিলকে আমি কথা দিয়েছি !

পারু—কিন্তু তিনি তো বিবাহিত—

মাসী—তা'র বউ রয়েছে—

মহিম—না নেই।

মাসী—Nonsense ! তুমি নিজে আমাকে বলেছ।

মহিম—ভুল শুনেছেন,—আমি তা বলিনি।

মাসী—বলো নি ?—বলো নি ওঁর মেয়ে আছে ?

মহিম—মেয়ে !

মাসী—হাঁ মেয়ে। বোর্ডিং-স্কুলে পড়ে। ওঁকে সে চিঠি লিখেছে—

পারু—কি চিঠি মাসী ?

মাসী—ছু'জনে যেন গিলছিল চিঠিখানা। তাতে সই রয়েছে—"তোমার আদরের মেয়ে—মীনাক্ষী।"

মহিম—আপনি এতো উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? (স্ব) দুত্তোর সত্য কথা।

মাসী—আমি না তুমি!

পারু—বল, তোমার কি বল্‌বার আছে।

মহিম—(স্ব) চুলোয় যাক্ সত্য কথা। চালাও আবার! (প্র) বলাবলি আর কি! সোজা কথা! অনিল বিপত্নীক।

মাসী—এখন হ'ল সে বিপত্নীক।

মহিম—(স্ব) অনিল ক্ষমা কর। উপায় নেই! (হাত জোড় করিল).

মাসী—প্রথম ছিল সে আইবুড়ো—

পারু—তারপর বিবাহিত—

মাসী—এখন হ'ল বিপত্নীক!

মহিম—তাই তো হয়ে থাকে! স্বাভাবিক দস্তুরই তো তাই। পর পর in order!

মাসী—বিজলীকে একটা দোজবরের হাতে তুলে দেবে!

মহিম—তাতে কি! বউ তো নেই!

মাসী—বউ না থাক্, মেয়ে তো আছে! অতবড় মেয়ে!

পারু—একটা বদমায়েস! রাস্তায় মেয়েছেলের পিছু নেয়!

মহিম—সে অনিল আমাকে বুঝিয়ে বলেছে। তোমার মডেলে একটা ছবি আঁকতে চেয়েছিল। ট্রেনে নোট বইয়ে তা'রই sketch তুলে নিচ্ছিল। তুমি তা' দেখেছ!

মাসী—এ কৈফিয়ৎ তুমি বিশ্বাস করেছ?

মহিম—কেন করুব না !

মাসী—কিন্তু, আমাদের কি বোকা পেয়েছে যে, এই সব আমরা বিশ্বাস করুব ? তোমার বন্ধুর ছবি তোলার কথা,—তোমার হারুণ-অল্-রসিদ সাজার কথা !

পারু—কেন মাসী ? সে কি তোমার বিশ্বাস হয় নি ?

মহিম—একটু আগেই যে বললেন—

মাসী— তা'র জবাব পরে দেব। আগে আমি জানতে চাই, দুলালের সঙ্গে বিজলীর বিয়ে দিতে মহিম রাজী কিনা !

মহিম—বলেছি তো, অনিলকে কথা দিয়েছি। আর ফেরা'তে পারি না।

মাসী—তাহ'লে তোমার ওই আষাঢ়ে গল্পের একটি বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।

পারু—মাসী !

মাসী—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না পারু, এর ভেতরে ব্যাপার আছে ! খুকৃভির ভিতর আছে খাসা চাল ! মীনা আর মীনাক্ষী। নাম দুটোর ভিতর মিল আছে বেশ ! কিছু বুঝতে পাচ্ছ ?

পারু—আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা মাসী !

মাসী—ন্যাকা মেয়ে ! সেইজন্যই তো এরা তোদের চোখে ধুলো দেয়। কিন্তু আমাকে পারুবে না। আমি বাবা শক্ত মেয়ে !

মহিম—(স্ব) শক্ত বলে শক্ত ! একেবারে ইউরেনিয়াম—এটম-বিদীর্ণ-কারিণী !

মাসী—বুঝ্‌তে পাচ্ছনা ? মীনাক্ষীর ডাক নাম হ'ল মীনা। দুইই এক :

পারু—ঠিকই তো, তা' হ'তে পারে।

মাসী—ওই বদ্‌মায়েসটা আইবুড়ো সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দাঁও বাগাবার

জন্তে,—আর সেইজন্যই মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছে বোর্ডিংয়ে,—তা'কে মেয়ে বলে' পরিচয় দিতে চায় না। আর ইনি বন্ধুকে উদ্ধার করছেন।

মহিম—(স্ব) এখন আমাকে উদ্ধার করে কে?

পারু—তাইত মাসী! হ'তেও পারে,—অসম্ভব নয়।

মাসী—চলে এস, আমি এর একটা কিনারা ক'রে তবে ছাড়্ব।

পারুল উঠিল

মহিম—পারু—শোন—

মাসী—বস' ওখানে। পিছু নিওনা।

পারু—এই না বল্ছিলে যে তুমি সত্যি কথা বলেছ! ছি!

মাসীর সহিত প্রস্থান

মহিম—চুলোয় যাক্ সত্যিকথা। Truth be hanged. সত্যিকথা বল্তে গিয়ে তো আবার বেশী জড়িয়ে পড়েছি! এর moral হচ্ছে এই যে—যদি সত্যিকথা বল্তে চাও, তবে আরম্ভ করবে সত্যি দিয়ে! আর যদি মিথ্যে দিয়ে আরম্ভ কর, তবে মিথ্যাই চালিয়ে যাবে! এর কোন মধ্য-পথ নেই।

মীনার প্রবেশ

তবে, একটা সুরাহা দেখা যাচ্ছে যে, ওই মেয়েটা এইবার পালা'বে। আর এখানে থাকা তা'র সম্ভব নয়। মীনী নাচ-ওয়ালীর হাত থেকে এইবার রেহাই পাব।

মীনা—দেরী আছে মশাই, অত শিগ্গির নয়!

মহিম—এখনও যাওনি তুমি?

মীনা—(সুরে) „কে বলে যাও যাও—আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া !"

মহিম—চুপ্ চুপ্—বেরোও এখান থেকে !

মীনা—আঃ এমন গানটা মাটী করে' দিলেন ! কি বে-রসিক লোক আপনি মশাই !

মহিম—তুমি যাবে কিনা এ বাড়ী থেকে ?

মীনা—কি করে' যাব বলুন ! (সুরে) "আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে।"

মহিম—আবার !

মীনা—(সুরে) "ভোরের আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে—পিছু ডাকে পিছু ডাকে।"

মহিম—থাম বল্‌ছি !

মীনা—দাঁড়ান, আমার ভাব এসেছে !

মহিম—তোমার ভাব আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও। ভালোয় ভালোয় যদি না যাও,—পুলিসে খবর দেব !

মীনা—তা'হলে তো দেখ্‌ছি, যেতেই হ'ল। (সহসা) আপনার টেলিফোন আছে ? কোথায় দেখিয়ে দিন তো !

মহিম—আবার টেলিফোন কেন ?

মীনা—থানায় ফোনটা করে' দিই। আপনার ভবিষ্যৎ খারাপ, কষ্ট হবে !

মহিম—I say, get out !

মীনা—I say, sit down ! আপনি কি মশাই ! হারুণ-অল্-রসিদ ছিলেন কেমন সদাশয় লোক ! আপনি অমন নিষ্ঠুর কেন ?

মহিম—Down with your Harun-al-Raschid !

মীনা—ঠিকই তো। আপনার কৃষ্ণ সাজা উচিত ছিল—

(সুরে) নিপট কপট তুহুঁ শ্যাম!

মহিম—Oh! my patience!

মীনা—হারিয়ে গেছে? খুঁজে দেব?

মহিম—You! shut up!

মীনা—You shut up. দেখুন, খালিফ সাজ্‌তে হ'লে বুকের পাটা চাই। খালিফ দীনদুঃখীদের আশ্রয় দিতেন, আর আপনি একটি অবলাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন! বোগ্‌দাদের খালিফ না সেজে' আপনার মেটেবুরুজের খলিফা সাজা উচিত ছিল।

মহিম—Look here! কত চাও তুমি?

মীনা—কত চাই,—মানে?

মহিম—কত টাকা পেলে তুমি যাবে এখান থেকে?

মীনা—কিন্তু, যাওয়ার তো আমার ইচ্ছা নেই।

মহিম—ইচ্ছে নেই মানে? যেতেই হবে তোমাকে। এখানে তুমি কি করে' থাকবে?—তোমাকে নিয়ে আমি কি করব?

মীনা—আমি বাৎলে দিচ্ছি। দুলাল আমাকে বিয়ে করতে চায়। সেই ব্যবস্থাটা আপনি করে' দিন্!

মহিম—তা' কি করে হবে?

মীনা—কেন হবে না শুনি!

মহিম—তুমি একটা নাচওয়ালী—

মীনা—সেও একটা নাচওয়ালা। তাদের ক্লাবে নেচে থাকে।

মহিম—তা'র একটা position আছে!

মীনা—আমারও আছে। তা'র চেয়ে বেশী। খবর নিয়ে দেখ্‌তে পারেন।

মহিম—যাও, তোমার সঙ্গে আমি বক্‌তে পারি না।

মীনা—তবে আর বক্‌ছেন কেন ?—তা' হ লে ওই ঠিক রইল।

মহিম—কি ঠিক ?

মীনা—দুলালের সঙ্গে আমার বিয়ে !

মহিম—সে হয় না।

মীনা—কেন হবে না ? দেখুন, আমি বেশী কিছু চাই নি। আপনি টাকা দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিই নি। উল্‌টে আপনার ভার আমি কমা'তে চাইচি। তা'তেও আপনি রাজি নন্ ?

মহিম—তা'র মানে ?

মীনা—আমি কোন উঁচু নজর করিনি ! চেয়েছি মাত্র সামান্য একটা শালা,—যাকে আপনি ভার বোধ করেন। সে এখানে উপেক্ষিত, আমিও উপেক্ষিত। দুজনে বিয়ে কর্‌ব, তা'তে আপনার ক্ষতিটা কি ?

মহিম—Nonsense !

মীনা—All right ! (উঠিয়া) একটা মিট্‌মাট্‌ কর্‌তে এসেছিলাম, শুন্‌লেন না। বেশ, আর আমার দোষ নেই। এখন শুধু আর একটি পথ রইল। দেখি, তাই কর্‌তে হবে !

মহিম—কি কর্‌বে তুমি শুনি ?

মীনা—বল্‌ব কেন ? প্রস্থান

মহিম—এ আমার সর্ব্বনাশ করবে ! আবার কি কর্‌তে চায় ! সত্যের আর কোন ধার ধার্‌ব না। Good bye to truth. এখন থেকে শুধু মিথ্যা-মিথ্যা-মিথ্যা !

বিজলির প্রবেশ

বিজু—মামা, মামা, আমাকে রক্ষা কর !

মহিম—কি হয়েছে বিজু ?

বিজু—ওই অনিলবাবু—

মহিম—কি করেছে অনিল ?

বিজু—নার্সিং-হোমে গিয়ে ধন্না দিয়েছে। দেখা কর্‌তে চায়।

মহিম—বলে কি সে ?

বিজু—বলে, সব বুঝিয়ে বল্‌বে ! এতে আর বোঝাবার কি আছে মামা ?

মহিম—ঠিক-ই তো এতে আর বোঝাবার কি আছে ?

বিজু—তবে ! কেন সে আমাকে বিরক্ত করছে ?

মহিম—তবে, একটা কথা কি বিজু ! সে যে বিবাহিত, সে তা'র দোষ নয় !

বিজু—কি রকম ?

মহিম—সে দোষ আমার।

বিজু—তোমার !

মহিম—আমারও ঠিক নয়। আমি তা'র বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

বিজু—তা'র মানে ? তুমি তা'র গার্জিয়ানও নও, পুরোতও নও !

মহিম—বন্ধু তো বটে !

বিজু—বাধ্য হয়েছিলে মানে ?

মহিম—একটা পাকচক্রে পড়ে'। সে যাক্। সে জন্য দুঃখ কি বিজু, সে যা' হবার তা' হয়ে গেছে। এখন সে গত—

বিজু—কে গত ?

মহিম—ওর স্ত্রী। অনিল এখন বিপত্নীক !

বিজু—স্ত্রী মারা গেছে ?—কবে ?

মহিম—পাঁচ মিনিট,—না, না, পাঁচমাস আগে !

বিজু—আর এরই মধ্যে সে বিয়ে করতে চায় ?

মহিম—তা'তে আর কি হয়েছে ! অনেকে যে শ্রাদ্ধশান্তির আগেই বিয়ে করে' ফেলে !

বিজু—যা'কে ইচ্ছে তা'কে বিয়ে করুক গে ! আমার সঙ্গে তা'র কোন সম্বন্ধ নেই ! আমাকে সে কেন বল্‌লে যে তা'র বিয়ে হয়নি !

মহিম—বোধহয় লজ্জায় ! (স্ব) যাক্ অনিলের case খতম ! আমি কি করব ! যা' পারি তা' করেছি !

বিজু—লজ্জা ! নির্লজ্জ, বেহায়ার আবার লজ্জা ! যাক্, আমার একটা শিক্ষা হয়ে গেল। অপরিচিত লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করা ঠিক নয়। এইজন্যই তোমাদের বাংলাদেশের নিয়ম-কানুন ভালো। এখন আমি কি করি ? ওর হাত থেকে বাঁচাও আমাকে !

মহিম—এখন তুমি এইখানেই থাক্‌তে পার বিজু !

বিজু—এখানে ? সব সময় ?

মহিম—হাঁ ! তোমার মামী এসে গেছেন। আর ওখানে থাকবার দরকার নেই। ওখানে পাঠিয়েছি বলে' তোমার খুব দুঃখ হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। আমি তোমাকে চিঠি লিখছিলেম—কিন্তু শেষ করতে পারিনি। যাক্, তোমার মামী এসে গেছেন,—আর কোন কথা নেই !

বিজু—মামী-মা কোথায় ? তা'র সঙ্গে দেখা করব।

মহিম—নিশ্চয়! পারু! পারু!

মাসীর প্রবেশ

মাসী—কি চাই তোমার— (মহিম বিজলিকে দেখাইল।) এস মা বিজু এস—

মহিম—তোমার মাসী—(পারুর প্রবেশ) ওটি নয়, এইটি!

মাসী—তা'র মানে?

মহিম—মানে, আবার কোন গোলমাল না হয়, সে জন্য সতর্ক হওয়া! (হাতে কাগজ দেখিয়া) ওটা কি?

মাসী—একখানা চিঠি। তোমার টেবিলের উপর পেয়েছি।

মহিম—ও চিঠি বিজুকে লিখ্ছিলাম!

পারু—বিজুকে?

মাসী—Nonsense! যে সামনেই রয়েছে, তা'কে উনি চিঠি লিখ্ছিলেন!

মহিম—দিন্ আমার চিঠি।

মাসী—উহুঁ। দরকারি দলিল—কাজে লাগতে পারে। চল মা বিজু, আমার ছেলের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই—

অনিলের প্রবেশ

অনিল—বিজলি!

বিজু—উঃ আবার! (মাসী তা'কে আগ্লে রাখ্ল)

অনিল—আমার একটা কথা শোন বিজলি। (অগ্রসর)

মহিম—দাঁড়াও। ওর সঙ্গে তুমি কথা বলো না।

মাসী—এস মা এইদিকে— মাসী, পারু ও বিজলির প্রস্থান

অনিল—আমাকে বল্‌তেই হবে।

মহিম—কি বল্‌তে চাও তুমি?

অনিল—বল্‌তে চাই যে আমি অবিবাহিত। বড় মজার লোক তো তুমি! এ-সব তোমারই কারসাজি! তুমি একটা—

মহিম—অনিল, তুমি আমাকে তিরস্কার করো না। আমি আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না।

অনিল—কিন্তু সহ্য তোমাকে কর্‌তেই হবে,—উপায় নেই। নিজের দুষ্কর্ম্মের ফল নিজেকেই ভুগ্‌তে হবে।

মহিম—A friend in need is a friend indeed. আমি তোমার বন্ধু এবং in need, এখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর,—complete the pictrue,—তুমি আর্টিষ্ট!

অনিল—Damn the picture! তোমার জন্যই আমার এ বিপদ। তুমিই আমাকে এই গোলক-ধাঁধায় ফেলেছ, তোমাকেই উদ্ধার কর্‌তে হবে!

মহিম—আমার সে উপায় নেই। আমি নিজেকেই উদ্ধার করতে পাচ্ছি না। অনিল, be philosophical! (হাত ধরিয়া) এমন অবস্থায় আমরা এসে পড়েছি,—এ বিপদ এমনই বিপদ, যে এক-জন না একজনকে বলি না নিয়ে সে ছাড়বে না। এই তোমার সুবর্ণ সুযোগ বন্ধু! উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, বন্ধুত্বের মর্য্যাদা দেখাও! বন্ধুর জন্য একটা sacrifice করে' ফেল!

অনিল—Sacrifice! তোমার জন্য?

মহিম—যা'র জন্যই হোক, কি যায় আসে! আত্মত্যাগ! কি মহৎ! সে মানবজীবনে প্রভাত-সূর্য্যরশ্মির মত কিরণ দেয়। বিতরণে

কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না,—উন্মুক্ত উদার কম্পিত আগ্রহে দু' হাত তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে! এ সেই **sacrifice!**

অনিল—ঝাঁপিয়ে পড়ে! কিন্তু সে ফুরসৎ তুমি আমাকে দিলে কই! তুমি যে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছ গভীর গহ্বরে! দু'হাত আমি তুলেই আছি—কিন্তু তুমি আমায় টেনে তুলছ না! না তোল,—আমার নিজেকেই উঠতে হবে!

মহিম—সুবিধে হবে না বন্ধু, সুবিধে হবে না—

অনিল—আমি মা কালীর দিব্যি করবো!

মহিম—ওরা তা' বিশ্বাস করবে না। তা'র চেয়ে এক কাজ করা যাক্। আমাদের বহুদিনের বন্ধুত্ব স্মরণ করে' এস, মাঝামাঝি একটা রফা করা যাক্!

অনিল—কি রকম?

মহিম—তুমি বিপত্নীক হয়ে যাও।

অনিল—বিপত্নীক!

মহিম—তা তে কারো কোন ক্ষতি নেই। সব দিক বজায় থাক্‌বে! তুমি স্বীকার কর,—আমি তোমায় টেনে তুল্‌ব।

অনিল—আমি বিপত্নীক! পাগল নাকি!

মহিম—অনিল, concession for concession. আমি তোমাকে খুব ভালো প্রস্তাব দিয়েছি। এখন তুমি তোমার উদারতা দেখাও,—আমার প্রস্তাব গ্রহণ কর।

অনিল—আমি বিপত্নীক! আশ্চর্য্য! বিয়ে করলাম না, আর আগেই বউ মেরে ফেল্‌ব! ফুঃ।

মহিম—বন্ধু, respectablity demands it. নইলে কি করে' তুমি decently তোমার মেয়ের অস্তিত্ব account for করতে পার ?

অনিল—আমার মেয়ে ?

মহিম—তোমার আদরের মেয়ে মীনাক্ষী। বোর্ডিংয়ে থাকে। তোমাকে চিঠি লিখেছিল,—তা'র প্রথম চিঠি। আমাকে দেখিয়েছিলে—ভুলে যেও না।

অনিল—দেখ মহিম, এই সব বাজে ভ্যাস্তাড়ামো আমার ভালো লাগে না।

মহিম—অস্বীকার করতে চাও,—সে চিঠি লেখেনি ?

অনিল—লিখেছে—তোমাকে !

মহিম—সেই তো হ'ল মুস্কিল !

অনিল—তুমি তা' অস্বীকার করতে চাও ?

মহিম—না করে' উপায় নেই। Necessity, বন্ধু necessity.

অনিল—কিন্তু সে চিঠি এখনও আছে আমার কাছে। তাড়াতাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।

মহিম—আছে তোমার কাছে ?—তবে তো প্রমাণ হয়েই গেছে যে তোমারই চিঠি !

অনিল—কিন্তু খাম-খানাও যে আছে সেই সঙ্গে ! তা'তে তোমার নাম লেখা ! (মহিম বসিয়া পড়িল) বল, এখন কি করতে চাও। মহিম চিঠি কাড়িতে গেল। অনিল পকেটে পুরিল।

মহিম—বন্ধুর জন্যে লোকে কত কি করে অনিল,—কত বড় sacrifice ! আমি তোমার কাছে বেশী কিছু চাইচি না। যা' তোমার নেই,—কোন দিন ছিল না, তাই তোমাকে sacrifice করতে

বল্‌ছি। স্ত্রী তোমার নেই, কোনদিন ছিল না।—পারবে না তা'কে sacrifice করতে?

অনিল—Shut up humbug! বল, তুমি আমাকে clear করে' দেবে কিনা! (মহিম সম্মতি জানাইল) তা'হলে বিজলির সঙ্গে আমার বিয়ের পাকা কথা লিখে দাও। এখনই!

মহিম—দেব। কেবল আমার একটা কথা রাখ অনিল. আমাকে দশটা মিনিট সময় দাও।

অনিল—দশ মিনিট!—বেশ দিচ্ছি। ঘড়ি দেখিল

মহিম—Thank you! টলিতে টলিতে ভিতরে গেল

অনিল—বেচারার জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু উপায় কি!

দুলালের প্রবেশ

দুলাল—মহিম-দা, মহিম-দা,—সিগারেটের টিনটা।—একি! আপনি! আবার এসেছ—old chap?

অনিল—তাই তো মনে হচ্ছে—old chap!

দুলাল—বড় ঘন ঘন যে আস্‌তে লেগেছ, old chap?

অনিল—বড় টান পড়েছে, old chap!

দুলাল—What do you mean, old chap?

অনিল—প্রেমে পড়েছি old chap!

দুলাল—এখানে যে no vacancy. old chap!

অনিল—মহিমের ভাগ্নী আছে, old chap!

দুলাল—মহিম দা কি রাজি হয়েছে, old chap?

অনিল—(ঘড়ি দেখিয়া) The time is up, old chap! প্রস্থান

দুলাল—আমার তা'হলে সব শেষ—poor old chap!

মীনার প্রবেশ

মীনা—তুমি এখানে ? আর আমি খুঁজে খুঁজে সারা !

দুলাল—(সুরে) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু—আগুনে পুড়িয়া গেল !

মীনা—তারপর তোমার স্বর শুনে বুঝলাম, যে তুমি এখানে !

দুলাল—জানো পিয়ারা, মহিম-দা বিদ্রোহ করেছে।

মীনা—জানি। সে আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

দুলাল—এমন করে' আমাকে ছেড়ে দিওনা বিজলি !

মীনা—আমি তো বিজলি নই দুলাল !

দুলাল—নও ! তবে কে তুমি ? Who the devil you are ? শীঘ্র বল, কে তুমি ?

মীনা—শীঘ্র শোন,—আমি মীনা মুস্তফি

দুলাল—চুলবুলি বাঈ ?

মীনা—অবিকল।

দুলাল—সাংঘাতিক !

মীনা—Good-bye !

দুলাল—আচ্ছা, তুমি চুলবুলি বাঈ, বিজলি সাজতে গেলে কেন ?

মীনা—একটু খেলা করতে সখ হয়েছিল,—খেলা ফুরিয়ে গেল,—এইবার চল্‌লাম—

দুলাল—চল্‌লে মানে ?

মীনা—কি করব ? খেলা ফুরিয়ে গেল, আর কি !

দুলাল—শুধু খেলা করতেই এসেছিলে ?

মীনা—আমাদের জীবনটাই যে শুধু খেলা, শুধু অভিনয় ! আর কি ?

দুলাল—শুধু খেলা—আর কিছু নয় ?

মীনা—আবার কি! ধুলো নিয়ে খেলা করতে গিয়ে ভাবি, বুঝি রত্ন পেয়েছি। মুঠো করে তুলে নিই। খুলে দেখি যে সব ধুলো। যাক্ গে—চল্‌লাম দুলাল—

দুজনের গান

যা'রে চাই, তা'রে নাহি পাই—
এল মৃদুলঘু পায়ে ধীরে পাষাণী
তা'র গানের তানে মন ছল্‌তে!
তা'র নয়নে কি যাদু কি মধু চাহনি,
চলনে দোলে তা'র কি মায়া লাবণি!
হেলায় সে যায় চলে'
বিধুর পরাণ দলে'
তা'র আপন খেয়াল নিয়ে পথে যে চল্‌তে।
মর্ম্মের মর্ম্মর ওঠে জাগিয়া
এত যে ব্যথা দেয় তারি লাগিয়া,—
যা'র লাগি পাগল হায় কোথা সে!—
ফুল-সুবাসে
ভাবি সে আসে!—
মোর মনের কথা মনে রইল যে বল্‌তে!

মীনা—মনের কথা মনেই রইল। তা'হলে চলি দুলাল!

দুলাল—(কাঁদ-কাঁদ) তবে যে বল্‌লে, তুমি আমাকে ভালোবাস?

মীনা—আমি বাস্‌লে কি হয়? তুমি তো বাস না!

দুলাল—(সেই ভাবে) কে বল্‌লে বাসি না। বল্‌লেই হ'ল!

মীনা—তুমি তো ভালোবাস বিজলিকে!

দুলাল—(সেই ভাবে) হাঁ বিজলিকে! তুমি বিজলি হয়েছিলে বলেই তো।

মীনা—তা'র কত পয়সা! আমার তো কিছু নেই!

দুলাল—নাই-বা রইল! তোমার তুমি আছ।

মীনা—আমাকে তো তুমি পছন্দই করো না। সেই যে তখন বলেছিলে।

দুলাল—তাই বুঝি? আমি কখনও তোমায় দেখেছি নাকি?

মীনা—না দেখেই তো out ক'রে দিয়েছিলে!

দুলাল—এখন দেখে in করে' নিচ্ছি!

মীনা—তা' হলে?

দুলাল—তা হলে আর কি! চল দুজনে লেগে পড়ি!

মীনা—চল্‌বে কি করে?

দুলাল—সে ভাবনা কখনও ভাবিনি, আর নতুন করে' শেখার বয়সও নেই!

মীনা—বেশ, আমিই ভাব্‌ব। তা'হলে কবে হবে বিয়ে?

দুলাল—কবে কি! আজ!—এখনই!

মীনা—তা' মন্দ হয় না। কিন্তু হবে কি করে? পুরুত কোথায়? সম্প্রদান করবে কে?

দুলাল—তাইতো! হাঁ, সম্প্রদান তুমি করো তোমাকে, আর আমি করি আমাকে!

মীনা—কিন্তু পুরুত?

দুলাল—তাইতো, আবার পুরুত কোথায় পাই এখন!

মীনা—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? Civil marraige হয় না?

দুলাল—The idea! Civil, civil-ই সই, criminal-য়ে কাজ নেই।

মীনা—তা'হলে আর দেরী নয়—চট্ করে!

দুলাল—চল, আমি প্রস্তুত।

মীনা—একটা ট্যাক্সি আন।

দুলাল—এখনই চললাম। প্রস্থানোদ্যত

মীনা—দাঁড়াও, টাকা আছে তো?

দুলাল—আলবৎ। এই একটু আগে মা'র কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা বাগিয়েছি।

মীনা—তবে আর কি! Attention! One, two, go! (দুলালের প্রস্থান) ওর মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করি। যদি রাজী হয় ভালোই, —না হয়, বয়ে' গেল—

মাসীর প্রবেশ

মাসী—বাবা দুলাল! (মীনাকে) এই যে, তুমি এখানে রয়েছ। এখনও যাও নি!

মীনা—যাবে যাবো কচ্ছিলাম! কেবল আমার ওই ব্যাগটার জন্য অপেক্ষা কচ্ছি! দিন—(হাত বাড়াইল)

মাসী—Nonsense, এখন নয়। সাক্ষী দেওয়ার সময় লাগবে।

মীনা—সাক্ষী! আপনি কি মামলা কচ্ছেন নাকি?

মাসী—দাঁড়াও। তোমাকে আমি জেরা করব।

মীনা—'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে সত্য কথা বলিব। সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না।' আরম্ভ করুন।

মাসী—আমি সব জানি। তোমার বাবাকেও আমি জানি!

মীনা—জানেন নাকি ?

মাসী—আইবুড়ো সেজে বেড়ায়, কিন্তু আসলে সে বিপত্নীক !

মীনা—বটে ! তার নামটি কি ?

মাসী—অনিল।

মীনা—(উচ্চ হাসিয়া) ওর সঙ্গে যে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল ! এ সুবিধে হল না, অন্য চেষ্টা দেখুন।

মাসী—আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম, একটা কিছু গণ্ডগোল আছে। কোন অজানা কারণে তোমরা দুজন দুজনকে এড়িয়ে চলতে চাইছ। আর, মহিম তা'তে সাহায্য করছে।

মীনা—তিনি কি সাহায্য করবেন !

মাসী—তবে সে তোমাকে এখানে আস্‌তে বলে কেন ?

মীনা—তিনি তো বলেন নি, আমি নিজে এসেছি !

মাসী—সে তো জানত যে তুমি আসবে ?

মীনা—আমার চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই জানতেন না।

মাসী—তুমি চিঠি লিখেছিলে ?

মীনা—নিশ্চয়।

মাসী—(উঠিয়া) সাবধান। অত্যন্ত দরকারী পয়েণ্ট। কখন চিঠি দিয়েছিলে ?

মীনা—আজ সকালে।

মাসী—কি বলে' চিঠি সই করেছিলে ?

মীনা—মীনা—মীনাক্ষী !

মাসী—আপনার আদরের মেয়ে মীনাক্ষী !

মীনা—বোধ হয় তাই।

মাসী—তাই, সেই চিঠির জবাবে সে তোমাকে এই চিঠি দিচ্ছিল।—
"কল্যানীয়াসু—"

মীনা—তাই নাকি ? ভারী মজা তো !

মাসী—মজা তোমাকে আমি দেখাচ্ছি দাঁড়াও— প্রস্থান

মীনা—নাঃ, এ মাসীর সঙ্গে তো আর বকে' পারা যায় না। দুলাল কি ট্যাক্সি আনতে গিয়ে ভেগে পড়লো ! (নেপথ্যে হর্ণ) ওই যে এসেছে। খালিফের সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। Papa Ta Ta !

প্রস্থান

মহিমকে টানিতে টানিতে মাসীর প্রবেশ

মাসী—এস এখানে।—সাম্‌লে নাও।

মহিম—বলুন, সাম্‌লেছি ! (গা ঝাড়া দিয়া বসিল)

মাসী—দুলালের সঙ্গে বিজলির বিয়ে দিতে তুমি রাজী কিনা ?

মহিম—আবার ও-কথা কেন ! বলেছি তো, অনিলকে আমি কথা দিয়েছি।

অনিলের প্রবেশ

অনিল—Time is up ! কই, আমার চিঠি ?

মহিম—এই নাও।

চিঠি দিল। অনিল পড়িতে লাগিল। মাসী পালোয়ানের মতো বুকের উপর দু'হাত রাখিয়া পারুলের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পারুলের সঙ্গে বিজুর প্রবেশ

মহিম—এবারকার আয়োজনটা যেন খুব গুরুতর বলে' মনে হচ্ছে !

মাসী—পারু ! দাঁড়াও, অধীর হয়োনা। আমার কর্ত্তব্য আমাকে